ইউনিট- ১ **অধিবেশন- ১**

সামাজিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা

ভূমিকা

মানুষ মাত্রই সমাজে বাস করে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সংঘবদ্ধভাবে কোনো না কোন সমাজে বাস করে আসছে। তবে আজকের যে সমাজ আমরা দেখছি তা হঠাৎ একদিনে গড়ে ওঠেনি। ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা আজকের রূপ লাভ করেছে। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের ভেতরে অবস্থান করে আমরা যা কিছু ঘটতে দেখি যেমন সমাজের মানুষের সাথে সম্পর্ক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আচার-ব্যবহার, সামাজিক নিয়ম-নীতি, শৃঙ্খলা, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি সব ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করে যে বিজ্ঞান তাকেই বলা হয় সামাজিক বিজ্ঞান। আজকের পাঠটিতে সামাজিক বিজ্ঞানের প্রকৃতি, উৎপত্তি ও সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১. সামাজিক বিজ্ঞানের ধারণা ও উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. সামাজিক বিজ্ঞানের কাঠামো বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
৩. সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪. সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ সামাজিক বিজ্ঞানের ধারণা ও উৎপত্তি

সমাজ বলতে আসলে কী বোঝায় সেটা এক কথায় বলা সম্ভব নয়। কেননা সমাজের সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞা নেই। সামাজিক বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের যে ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। তা থেকে সাধারণভাবে বলা যায়, বহু ব্যক্তি যখন একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে অভিহিত করা হয়। এখানে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, বহু লোকের সংঘবদ্ধভাবে বসবাস; দ্বিতীয়ত, সংঘবদ্ধতার পেছনে বিরাজমান বিশেষ উদ্দেশ্য। এ দুটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে কোনো জনসমষ্টিকে 'সমাজ' বলা যায়। অনেক সামাজিক বিজ্ঞানী মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে সমাজের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। আজকের সমাজের যে চিত্র আমরা দেখছি তা আদিম সমাজ থেকে ভিন্ন। হঠাৎ একদিনে সমাজ

গড়ে ওঠেনি তবে আদিম কালেও মানুষ সমাজবদ্ধভাবেই বাস করেছে। কাজেই সমাজের উৎপত্তি মানব জাতির সূচনার সাথে সাথেই হয়েছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আপনারা নিচের ছকটি এক বাক্যে পূরণ করুন

১. সমাজের উৎপত্তি কখন থেকে? প্রাচীন সমাজ ও আধুনিক সমাজ কি একই প্রকৃতির?	
২. সমাজ বলতে কি বুঝায়?	
৩. কোন দু'টি বৈশিষ্ট্য থাকলে যে কোনো জনসমষ্টিকে সমাজ বলে গণ্য করা যায়?	
৪. ব্যাপক অর্থে সমাজের সংজ্ঞায় কোন বৈশিষ্ট্যটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়?	
৫. সামাজিক সম্পর্ক বলতে কি বুঝায়?	
৬. সমাজ কি পরিবর্তনশীল? এর পেছনের কারণ কি?	
৭. সামাজিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি কেন ঘটেছে?	

পর্ব- খঃ সামাজিক বিজ্ঞানের কাঠামো

সামাজিক বিজ্ঞানের মূল উপাদান মানুষ। আর মানুষের সাথে সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য তা হলো তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, নির্ভরশীলতা ও আচরণ প্রভৃতি। এসব বিষয়ে সামাজিক বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনা করে থাকে। একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে সামাজিক বিজ্ঞানে রয়েছে নানা বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি। বিষয়গুলো হলো রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি। এ সবগুলো বিষয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আর সে কারণেই সামাজিক বিজ্ঞানের একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো নির্ধারণের প্রয়াস এখনও বিদ্যমান রয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানীগণ তাঁদের এ প্রয়াস অব্যাহত রাখাতেই সামাজিক বিজ্ঞানের কাঠামো সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে। সামাজিক বিজ্ঞানের পরিসর ও কাঠামোকে বিবেচনায় আনলে একে তিনটি শাখায় ভাগ করা যায়। যেমন- পরিপূর্ণ সামাজিক বিজ্ঞান, উপ-সামাজিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিষয় সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানসমূহ।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা নিচের ছকটি পূরণ করি

১. সমাজিক বিজ্ঞানের মূল উপাদানগুলো হলো– .....
২. সামাজিক বিজ্ঞান একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে যে বিষয়গুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে সেগুলো হচ্ছে– .....
৩. সমাজিক বিজ্ঞানের কাঠামোকে কোন তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন– .....
৪. পরিপূর্ণ সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ হচ্ছে– .....
৫. উপ-সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ হচ্ছে– .....
৬. সামাজিক বিষয় সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানসমূহ হচ্ছে– .....

পর্ব- গঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ধারণা গঠন

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার মূল কাজ হচ্ছে- সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি, বিষয়বস্তু, শিখন অভিজ্ঞতা, শিখন-শেখানো পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতা, শিখন সামগ্রি, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ইত্যাদির অনুশীলন, অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা।

সমাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও কাঠামোগত যে ধারণা আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সমাজ ও মানুষ তথা সামাজিক ঘটনা ও কার্যাবলিই এর মূল আলোচ্য বিষয়। সেজন্য জ্ঞান-রাজ্যের অধিকাংশ শাখাই এর আওতায় পড়ে। তাই সামাজিক বিজ্ঞানের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র বিশ্বজুড়ে প্রায় সকল শ্রেণিতেই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তা পঠন-পাঠনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীর সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, অনুভূতি বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং এর মাধ্যমে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন। মূলত: সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষালাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করা সহজতর হয়।

শিক্ষার্থীবৃন্দ আসুন পর্ব- গ অনুসারে আমরা পর্যায়ক্রমে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার মূল কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করি এবং প্রত্যেকটি কাজের ১টি করে উদাহরণ লিপিবদ্ধ করি।

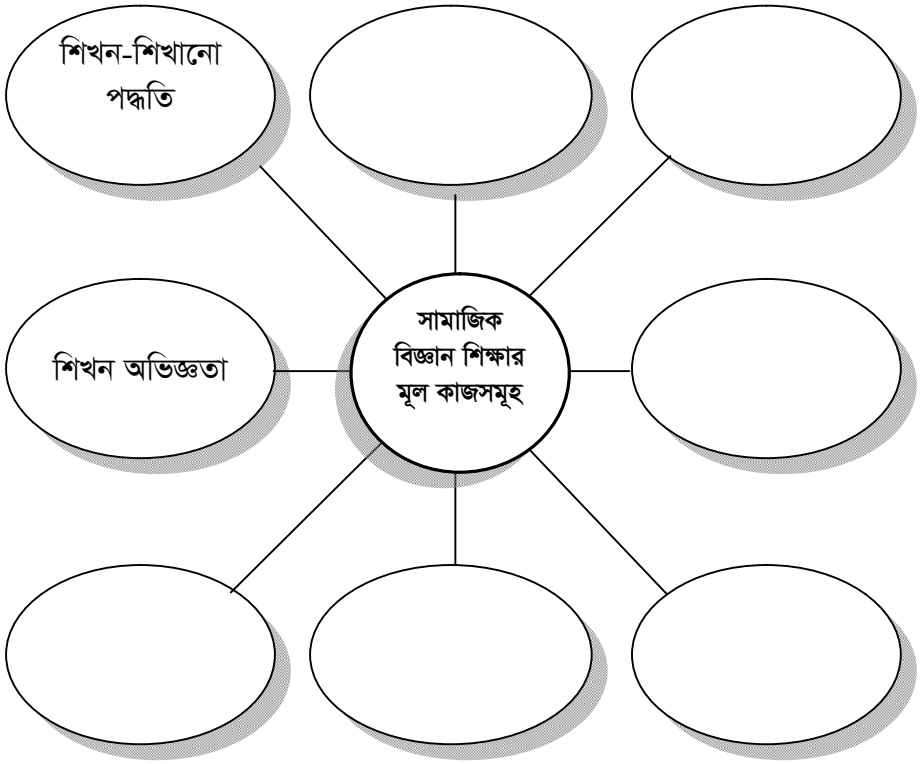

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার মূল কাজগুলোর উপরোক্ত ছক থেকে আমরা নিচের ছকটি পূরণ করি। কোনটি কোন ধরনের কাজ তা নিচের ছকে লিখুন।

অনুশীলনমূলক কাজ	গবেষণামূলক কাজ	অনুসন্ধানমূলক কাজ	পর্যালোচনামূলক কাজ

পর্ব- ঘঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ধারণা গঠন

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা যেভাবে দিয়েছেন তাতে দেখা যায় তারা এক একটি আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন–

১. গিডিংস-এর মতে সামাজিক ঘটনাবলিই সামাজিক বিজ্ঞানের প্রধান বিষয়।
২. ম্যাক্সওয়েবার এর মতে সামাজিক কার্যাবলিই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।
৩. জিসবার্স্ট এর মতে সম্পর্কের জটিল জাল হচ্ছে এর মূল বৈশিষ্ট্য।
৪. আর এম ম্যাকাইভার সমাজস্থ মানুষের মানসিক অবস্থা বা মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেন।

সামাজিক বিজ্ঞান আসলে একটি সমন্বিত বিষয়। আর তাই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এর সাথে সম্পৃক্ত অন্য সকল বিষয়সমূহও। যেমন- রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি। তবে এর একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোও রয়েছে। সে বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধিবেশনে আলোচনা করব।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন সামাজিক বিজ্ঞানের একটি সংজ্ঞা নিজের মতো করে নিচের বক্সটিতে লিখি।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন ২ মিনিট চিন্তা করে সামাজিক বিজ্ঞানকে কেন সমন্বিত বিষয় বলা হয় তার প্রধান কারণগুলো উল্লেখ করি।

১। ২। ৩।

ইউনিট- ১ **অধিবেশন- ১**

মূল শিখনীয় বিষয়

সমাজ বলতে আসলে কী বোঝায় সেটা এক কথায় বলা সম্ভব নয়। সামাজিক বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের যে ধারণা ব্যাখ্য করেছেন তা থেকে সাধারণভাবে বলা যায়, বহু ব্যক্তি যখন একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে তখন সেটাই সমাজ। এখানে দুটি বৈশিষ্ট্য বিরাজমান। প্রথমত, বহু লোকের সংঘবদ্ধভাবে বসবাস; দ্বিতীয়ত, সংঘবদ্ধতার পেছনে বিরাজমান বিশেষ উদ্দেশ্য। এ দুটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে কোনো জনসমষ্টিকে 'সমাজ' বলা যায়। অনেক সামাজিক বিজ্ঞানী মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে সমাজের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন।

জিসবার্ট তাঁর 'ফান্ডামেন্টাল অব সোসিওলজি' গ্রন্থে বলেছেন, "সাধারণভাবে সমাজ হলো সম্পর্কের জটিল জাল, যে সম্পর্ক দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।"

সামাজিক বিজ্ঞানী **আর.এম. ম্যাকাইভার** 'সমাজ' বোঝাতে ব্যক্তিবর্গের মানসিক অবস্থা বা মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, "সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কসমূহের ব্যবস্থা যার মাধ্যমে আমরা জীবনযাপন করছি। এ সম্পর্ক বহুমাত্রিক। কারণ এটি যেমন কতকগুলো মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তেমনই কতকগুলো বৈষয়িক চাহিদা দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত। মোটকথা, এটি নানাবিধ চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। পরিবর্তনশীলতাই এর প্রধান ধর্ম। এ পরিবর্তশীলতাই সামাজিক সম্পর্কের গতিশীলতা আনে। নিয়ত পরিবর্তনশীল এ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়েই ম্যাকাইভার সমাজের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাই ব্যাপক অর্থে সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "সমাজ হলো আচার ও কার্যপ্রণালি, কর্তৃত্ব এবং পারস্পরিক সহযোগিতা, নানারকম দলবদ্ধতা ও বিভাজন মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতা এসব কিছু দ্বারা গঠিত একটি ব্যবস্থা। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল জটিল ব্যবস্থাকে আমরা সমাজ বলি। এ হলো সামাজিক সম্পর্কের জাল এবং এটি সর্বদা পরিবর্তনশীল।"

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'মনস্তাত্ত্বিক' অনুভূতি, পারস্পরিক স্বীকৃতি, সাদৃশ্য ও নির্ভরশীলতা সমাজিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সাদৃশ্য, নির্ভরশীলতা এবং সহযোগিতা সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও বৈচিত্র, স্বাতন্ত্র্য, মতবিরোধ, সংঘাত, প্রতিযোগিতা ইত্যাদিও সমাজে বিদ্যমান থাকে। আর তাই সমাজের ধারণা অনুধাবনে এ সব দিকও অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। কারণ সমাজ হলো যুদ্ধ বা ধ্বংসের বিভীষিকাময় অবস্থার বিপরীত একটি অবস্থা। তবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বলা যায়, এটিই সমাজ জীবনের ভিত্তি তথা সামাজিক সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু।

তাই ম্যাকাইভার বলেন, "সমাজ অর্থ সহযোগিতা....। সমাজ হলো যুদ্ধের ঠিক বিপরীত অবস্থা। যুদ্ধ বলতে বোঝায় বিপরীত ধারার স্বার্থে জড়িত ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠিসমূহের পারস্পরিক সংঘাত, আর সমাজ বলতে বোঝায় একই প্রকার বা সাধারণ স্বার্থে উদ্দীপ্ত ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠিসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতায় কিছু গঠন বা সৃষ্টি।"

সামাজিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে সমাজের উৎপত্তি কখন, কীভাবে হয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ঠিক কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজের উৎপত্তি হয়েছে, তা নয়। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আজকের সমাজের যে চিত্র আমরা দেখছি তা সময়ের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠেছে, হঠাৎ একদিনে গড়ে ওঠে নি। একটি ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিবর্তনের ধারায় সমাজ পেয়েছে তার আজকের এই অবস্থা বা চিত্র। সেজন্যেই প্রাচীন সমাজ আর আজকের সমাজের চিত্র ভিন্ন। হ্যাঁ, শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই সমাজ তথা সমাজিক বিষয়াদির বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন শুরু হয়েছে যখন থেকে তখন থেকেই উৎপত্তি সামাজিক বিজ্ঞানের।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলামেশা বা মিথস্ক্রিয়ার ফলে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, সেটিই সামাজিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- সহযোগিতার, প্রতিযোগিতার, স্নেহ-ভালবাসার ইত্যাদি। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও কারণসমূহই সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি। এমন সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন সব সময় ছিল গতিশীল। আর এ গতিশীলতাই সমাজকে করেছে পরিবর্তনশীল। আর সমাজকে নিয়ে অনুশীলন এবং পরিবর্তনশীল সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান সম্পর্কে জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা অর্জনের জন্যেই সামাজিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি ঘটেছে।

সামাজিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

সামাজিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। যেগুলো আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো–

১. **গিডিংস**-এর মতে, "সামাজিক বিজ্ঞান হলো সামাজিক ঘটনাবলি বা প্রপঞ্চের বিজ্ঞান।"

২. **ম্যাক্স ওয়েবারের** মতে, "সামাজিক কার্যাবলির বিজ্ঞান হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞান।"

৩. **এস.কে.কোচার** বলেছেন, "সামাজিক বিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানের এমন এক শাখা যা একক বা দলগতভাবে মানুষের অভৌত বৈশিষ্ট্যাবলির বিজ্ঞানভিত্তিক অনুশীলন করে।"

৪. **এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকায়** বলা হয়েছে "সামাজিক বিজ্ঞান মানব আচরণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে।"

৫. **ক্রেইগ কিসক** বলেছেন, "সামাজিক বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের এমন কার্যক্রম, যার মাধ্যমে সমাজ শিক্ষার্থীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কভিত্তিক জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মের সঞ্চার ঘটায়।"

সামাজিক বিজ্ঞানের মূল উপাদান মানুষ। আর মানুষের সাথে সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য তা হলো তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, নির্ভরশীলতা ও আচরণ। আর এ সব বিষয়ে সামাজিক বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্নভাবে অধ্যয়ন করে থাকে। অর্থাৎ একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে এতে রয়েছে নানা বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি। যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি। এ সবগুলো বিষয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আর সে কারণেই সামাজিক বিজ্ঞানের একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো নির্ধারণের প্রয়াস এখনও বিদ্যমান রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীগণ তাঁদের এ প্রয়াস অব্যহত রাখাতেই সামাজিক বিজ্ঞানের কাঠামো সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে।

অধ্যাপক **এম. হালাইয়া** পরিসর ও কাঠামোর দিক থেকে সামাজিক বিজ্ঞানকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যা নিম্নরূপ-

১. **পরিপূর্ণ সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ:** জ্ঞানের যেসব শাখা সরাসরি সমাজ বিষয়ে আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে সেগুলোকে পরিপূর্ণ সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করা হয়। এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ হচ্ছে-

ক. রাষ্ট্রবিজ্ঞান
খ. অর্থনীতি
গ. ইতিহাস
ঘ. আইনবিজ্ঞান
ঙ. নৃবিজ্ঞান
চ. দণ্ডবিজ্ঞান এবং
ছ. সমাজবিজ্ঞান

এখানে উল্লেখ্য যে, সামাজিক বিজ্ঞানের এসব শাখার উৎপত্তি ও বিকাশের কালক্রমিক ধারা অনুযায়ী তালিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. **উপ-সামাজিক বিজ্ঞানসমূহঃ** জ্ঞানের যে সব শাখা আংশিকভাবে সামাজিক সম্পর্ক ও ঘটনা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলোকে উপ-সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে– ক. নীতিবিজ্ঞান; খ. শিক্ষাবিজ্ঞান; গ. দর্শন; ঘ. মনোবিজ্ঞান। এগুলোর আলোচ্য ক্ষেত্রের মূল ধারাটি সামাজিক বিষয়াবলিকে কেন্দ্র করে গঠিত।

৩. **সামাজিক বিষয় সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানসমূহঃ** জ্ঞানের কিছু কিছু শাখা রয়েছে যেগুলোর সাথে সামাজিক বিষয়াবলির সংশ্লিষ্টতা পরোক্ষ হলেও গুরুত্বপূর্ণ। একারণে এগুলোকে সামাজিক বিষয়সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– ক. জীববিজ্ঞান; খ. ভূগোল; গ. চিকিৎসাবিজ্ঞান; ঘ. ভাষাতত্ত্ব; ঙ. শিল্পকলা ইত্যাদি।

এস.কে.কোচার সামাজিক বিজ্ঞানের পরিসর ও কাঠামো বিষয়ে শিক্ষাক্রমভিত্তিক পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান অনিবার্যভাবে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি সাংস্কৃতিক ভূগোল ও মনোবিজ্ঞানকেও সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। কোন কোন দিক থেকে বিশেষ বিবেচনায় তিনি সামাজিক জীববিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, দর্শন, আইনবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, ভাষাতত্ত্ব ও শিক্ষাকে সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেছেন। জেমস হাই মনোবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাসকে সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

'ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব দি সোসাল সায়েন্স'-এ **ডেভিড এল.সিলস** সামাজিক আচরণ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান অনুশীলনের বা পঠন-পাঠনের দিক থেকে নৃবিজ্ঞান, আচরণিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, আইনশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোরোগবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং পরিসংখ্যানকে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

'দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা'তে অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূগোল, শিক্ষাবিজ্ঞান এবং ইতিহাসকে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতি, ভূগোল, অর্থনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে পাঠদান করা হচ্ছে। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার মূল কাজ হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি, বিষয়বস্তু, শিখন অভিজ্ঞতা, শিখন-শেখানো পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতা, শিখন সামগ্রী, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ইত্যাদির অনুশীলন, অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা।

সমাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও কাঠামোগত যে ধারণা আমরা ইতপূর্বে পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সমাজ ও মানুষ তথা সামাজিক ঘটনা ও কার্যাবলিই এর মূল আলোচ্য বিষয়। সেজন্য

জ্ঞান রাজ্যের অধিকাংশ শাখাই এর আওতায় পড়ে। তাই সামাজিক বিজ্ঞানের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে প্রায় সকল শ্রেণিতেই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তা পঠন-পাঠনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীর সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, অনুভূতি বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং এর মাধ্যমে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন। মূলত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষালাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করা সহজতর হয়।

তাছাড়াও জ্ঞান অর্জন, নতুন জ্ঞান আবিষ্কার এবং নতুন নতুন কলা-কৌশল উদ্ভাবন, ব্যবহার ও রপ্ত করে তা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ অতি দ্রুত পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। পরিবর্তিত পৃথিবীর সাথে তাল মেলাতে নতুন জ্ঞান ও কলাকৌশল মানুষের আয়ত্বে আনার ব্যবস্থা বা সুযোগ করে দেয় শিক্ষা। শিক্ষা শিক্ষার্থীর জ্ঞান ভাণ্ডারকে করে সমৃদ্ধ, দৃষ্টিভঙ্গি বা অনুভূতির পরিবর্তন ঘটায় এবং দক্ষতাকে করে সমৃদ্ধ। সে জ্ঞান তার অনুভূতিতে সাড়া জাগায় ফলে, দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয় এবং সহযোগিতামূলক শিখন এবং সামাজিক দক্ষতার উন্মেষ ঘটে। এক কথায় বলা যায় সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা সমাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞানগত, অনুভূতিমূলক ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটাতে ভূমিকা পালন করে।

মূল্যায়ন

১. সমাজ কী?

২. সামাজিক বিজ্ঞান কাকে বলে?

৩. সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান কাজগুলো উল্লেখ করুন।

৪. সামাজিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার সম্পর্ক নিরূপণ করুন।

৫. অধ্যাপক এম. হালাইয়া কর্তৃক পরিসর ও কাঠামোর দিক থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগের বিবরণ দিন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

১। অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রাচীন সমাজ-এর ক্রম পরিবর্তনশীল অবস্থা হচ্ছে আধুনিক সমাজ।

২। একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহু ব্যক্তির সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করাকে সমাজ বলে।

৩। সংঘবদ্ধভাবে বহুলোকের বসবাস এবং সংঘবদ্ধতার পেছনে বিশেষ উদ্দেশ্য।

৪। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক।

৫। সমাজের ভেতরে যে বিভিন্ন সম্পর্কের জাল রয়েছে তাকে সামাজিক সম্পর্ক বলে।

৬। হ্যাঁ। মানুষের প্রয়োজনে সমাজের নান পরিবর্তন হয়ে চলেছে।

৭। সামাজিক সম্পর্ক ও ঘটনাবলির বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার জন্যই সামাজিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি ঘটেছে।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- খ

১। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, নির্ভরশীলতা ও আচরণ।

২। ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি।

৩। পরিপূর্ণ সামাজিক বিজ্ঞান, উপ-সামাজিক বিজ্ঞান, সামাজিক বিষয় সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানসমূহ।

৪। ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন বিজ্ঞান ও দণ্ড বিজ্ঞান।

৫। নীতি বিজ্ঞান, শিক্ষা বিজ্ঞান, দর্শন মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি।

৬। জীববিজ্ঞান, ভূগোল, চিকিৎসাবিজ্ঞান, শিল্পকলা, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি।

ইউনিট- ১ **অধিবেশন- ২**

ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষাক্রমে সামাজিক বিজ্ঞানের ভূমিকা

ভূমিকা

শিক্ষার্থী বন্ধু, আমরা ইতঃপূর্বের আলোচনায় জেনেছি যে, সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি অনেকগুলো বিষয়ের একটি সমন্বিত রূপ। তন্মধ্যে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি , জনসংখ্যা শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়গুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে লক্ষ রেখে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে এ শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়েছে। ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষাক্রমে সামাজিক বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত করাই এ পর্বের লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষাক্রমে সামাজিক বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উল্লিখিত শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের সাধারণ ভূমিকা ও ব্যবহারিক ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আচরণিক পরিভাষায় সামাজিক বিজ্ঞানের ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারবেন।

পর্ব- কঃ ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষাক্রমে সামাজিক বিজ্ঞান নামক বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা

শিক্ষার্থীবৃন্দ, সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি অনেকগুলো বিষয়ের একটি সমন্বিত রূপ। এ বিষয়ে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়গুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে লক্ষ রেখে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে এ শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়েছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার নিচের ছকটি এক বাক্যে পূরণ করুন।

১. সামাজিক বিজ্ঞান হলো একটি– ....
২. সামাজিক একটি সমন্বিত বিজ্ঞান হিসেবে যে বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলো হলো– ....
৩. কোন কোন দিকের ওপর লক্ষ রেখে সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়েছে একবাক্যে লিখুন। ....
৪. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শ্রেণির পাঠ্যসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়েছে কেন? এক বাক্যে লিখুন। ....

পর্ব- খঃ সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের সাধারণ ভূমিকা ও ব্যবহারিক ভূমিকা চিহ্নিতকরণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, সামাজিক বিজ্ঞান একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে জ্ঞানের প্রায় সকল শাখাকেই তার অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তাই বিষয়টির তাৎপর্য ও গুরুত্ব সারা বিশ্বের সকল শ্রেণির মানুষের জন্যই সমান। আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনায় জেনেছি যে, সামাজিক বিজ্ঞান মূলত মানুষের সমাজ এবং তার অবকাঠামোগত অবস্থা, কার্যক্রম, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। আমাদের দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, পৌরনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, জনসংখ্যা শিক্ষা একত্রিত করে সমন্বিত বিষয় হিসেবে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এটি একটি যুগোপযোগী এবং সঠিক ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত। তাই ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে সামাজিক বিজ্ঞানের মতো একটি সমন্বিত বিষয়কে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা ও এর পঠন-পাঠন যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি যৌক্তিকও। সে প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতার বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায় সামাজিক বিজ্ঞানের সাধারণ ও ব্যবহারিক ভূমিকা থেকে। কাজেই আমরা এ সমন্বিত বিষয়ের ভূমিকা সাধারণ ও ব্যবহারিক দিক থেকে চিহ্নিত করতে পারি।

শিক্ষার্থীবৃন্দ আসুন, এবার সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের সাধারণ ভূমিকা ও ব্যবহারিক ভূমিকাগুলো চিহ্নিত করুন।

সামাজিক বিজ্ঞানের ভূমিকা	সাধারণ ভূমিকা	ব্যবহারিক ভূমিকা
সামাজিক সমস্যার সমাধান		
বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান দান		
দেশাত্ববোধ ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি		
পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক সচেতনতা সৃষ্টি		
সামাজিকীকরণে উদ্বুদ্ধকরণ		
মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন		
জাতীয় সমস্যা সমাধানে অংশগ্রহণ		
সামাজিক উন্নয়ন সাধন		
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন		
সমাজ কাঠামোর পূণঃবিন্যাসকরণে		
বিষয়গত জ্ঞান দান		
সমাজ সৌন্দর্য, শৃঙ্খলাসহ আদর্শ মনোভাব গড়ে তোলা		

পর্ব- গঃ আচরণিক পরিভাষায় সামাজিক বিজ্ঞানের সামগ্রিক ভূমিকা

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা ইতঃপূর্বে জেনেছি যে, সামাজিক বিজ্ঞান একটি সমন্বিত বিজ্ঞান। তাই এর ব্যবহারিক তথা আচরণিক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আসুন শিক্ষার্থী বন্ধু পূর্বের পাঠ হতে অর্জিত জ্ঞান থেকে আমরা সামাজিক বিজ্ঞানের আচরণিক ভূমিকা কী কী হতে পারে তার একটি সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করি।

আচরণিক পরিভাষায় সামাজিক বিজ্ঞানের প্রধান কাজগুলো হচ্ছে–

১. মানব সমাজ সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারা।

২. সমাজ জীবনে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তন বর্ণনা করতে পারা।

৩. সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারণা এবং উভয়ের সম্পর্ক ব্যক্ত করতে পারা।

৪. সহযোগী ও সহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করতে পারা।

৫. প্রাচীন যুগ ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি-সভ্যতার বর্ণনা ও ঐতিহ্যের পরিচয় দিতে পারা।

৬. পৌরনীতির ধারণা, প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যক্তি ও পৌর জীবনের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারা।

৭. আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারা।

৮. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অংশগ্রহণ সম্পর্কে বিবরণ ও আগ্রহ প্রকাশ করতে পারা।

৯. অর্থনীতির মৌল বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারা।

১০. বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, নদনদী ও বনজ সম্পদের বর্ণনা দিতে পারা।

১১. মানচিত্র অঙ্কন করতে পারা।

১২. দক্ষিণ এশিয়া, সার্কভুক্ত দেশের বিবরণ দিতে পারা।

১৩. মহাদেশের বর্ণনা করতে পারা।

১৪. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও ক্রমধারা এবং বিশ্বের জনসংখ্যার ক্রমধারা বর্ণনা করতে পারা।

শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আচরণিক পরিভাষায় সামাজিক বিজ্ঞানের যেকোন ৮টি ভূমিকা নিচের ছকে উল্লেখ করুন।

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.

ইউনিট- ১ **অধিবেশন- ২**

মূল শিখনীয় বিষয়

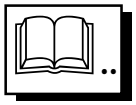

সমাজস্থ মানুষের জীবনের বিভিন্ন ধারাকে সংশ্লেষিত ও সমন্বিত করে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু তৈরি হয়ে থাকে। জাতীয় প্রয়োজনেই এ বিষয়টি প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এবং মাধ্যমিক স্তরের জন্য আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের সক্রিয় আগ্রহ, সমস্যা সমাধানের জন্য সৃষ্টিধর্মী ও উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা, কর্মনিষ্ঠ প্রক্রিয়া ও সর্বোপরি জাতীয় স্বার্থের সাথে একাত্ম হওয়া। তাদের মধ্যে এ গুরুত্বপূর্ণ মানবিক ও সামাজিক গুণের বিস্তার ছাড়া বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, কারিগরি দক্ষতার এক কথায় সব রকমের উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। এ জন্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা অনেকের জন্য প্রান্তিক শিক্ষা। তাই এ পর্যায়ের শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সুষ্ঠু জীবনযাপনের উপযোগী করে প্রস্তুত করার জন্য সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

ব্যবহারিক ভূমিকা

সামাজিক বিজ্ঞানের অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনে পাথেয় রূপে কাজ করে। প্রতিটি ব্যক্তির বাস্তব জীবনে কর্মক্ষেত্রে, ব্যবসা, বাণিজ্য, অভাব, অভিযোগ, চাহিদা, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, সংস্কৃতি, বিনোদন, বিবাহবন্ধন, সামাজিক প্রথা এবং সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এ বিষয়ের ব্যবহারিক প্রভাব রয়েছে। যেমন–

১. **সামাজিক সমস্যার সমাধান:** সামাজিক বিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে থাকে। যেমন, বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সংশিষ্ট সমস্যা সমাধানে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

২. **দেশাত্ববোধ ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ:** এর ফলে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তুলে সমাজ জীবনে সংহতি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি আনয়নে ব্রতী হয়।

৩. **জাতীয় সমস্যা সমাধানে অংশগ্রহণ:** জনস্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কাজে উদ্যোগী করে তুলে।

৪. **সামাজিকীকরণ:** সামাজিক বিজ্ঞানের ব্যবহারিক জ্ঞান আদর্শ সামাজিকীকরণে উদ্বুদ্ধ করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে।

৫. **সামাজিক উন্নয়ন সাধন:** সামাজিক শৃঙ্খলার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও সহায়তা করে।

৬. **সমাজ কাঠামোর পুনঃবিন্যাসকরণ:** সমাজ ব্যবস্থার পুরাতন অবস্থা ঝেরে ফেলে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে অনুপ্রাণিত করে।

সাধারণ ভূমিকা

সাধারণ ভূমিকা বলতে জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর বিকাশকে বোঝায়। এখানে কৌশল-এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বাস্তব বিষয়গত জ্ঞান, বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশগত সচেতনতা ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশগত দিক ইত্যাদি নিয়েই এর সাধারণ ভূমিকা সৃষ্টি হয়।

বিষয়গত জ্ঞান দান: সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, পৌরনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, জনসংখ্যা শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মৌলিক ধারণা দেয়।

বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান দান: বাস্তবভিত্তিক অর্জিত জ্ঞান নিজেদের জীবনে নতুনত্ব সৃষ্টি করতে পারে।

পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক সচেতনতা সৃষ্টি: পরিবেশ দূষণ, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি রোধ ও প্রতিকারে পদক্ষেপ নিতে পারে।

মনঃস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ: ১১-১৬ বছর বয়স্কদের জন্য সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ তাদের সমাজ জীবন উপযোগী মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের অনুকূলে ভূমিকা রাখে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি: এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয়।

সাধারণ ভূমিকা বলতে জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর বিকাশকে বোঝায়। এখানে সুনির্দিষ্ট কৌশলের বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বাস্তব বিষয়গত জ্ঞান, বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশগত সচেতনতা ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশগত দিক ইত্যাদি নিয়েই এর সাধারণ ভূমিকা।

সাধারণ ভূমিকার বিপরীত অবস্থাই ব্যবহারিক ভূমিকা। অর্থাৎ এখানে সমস্যার সমাধানমূলক কর্মতৎপরতা, অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত হবে। সামাজিক সমস্যার সমাধান, ভ্রাতৃত্ববোধ, জাতীয়

সমস্যার সমাধানে অংশগ্রহণ, সামাজিকীকরণ, সমাজের জন্য উন্নয়ন ও অগ্রগতিমূলক কাজকে ব্যবহারিক ভূমিকা হিসেবে গণ্য করা হয়।

মূল্যায়ন

১। ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষাক্রমে সামাজিক বিজ্ঞানের ভূমিকা নিরূপণ করুন।

২। ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা কী?

৩। সামাজিক বিজ্ঞানের সাধারণ ভূমিকা ও ব্যবহারিক ভূমিকা উল্লেখ করুন।

৪। আচরণিক পরিভাষায় সামাজিক বিজ্ঞানের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- গ

১. মানব সমাজ সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারা।

২. সমাজ জীবনে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তন বর্ণনা করতে পারা।

৩. সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারণা এবং উভয়ের সম্পর্ক ব্যক্ত করতে পারা।

৪. সহযোগী ও সহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করতে পারা।

৫. প্রাচীন যুগ ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি-সভ্যতার বর্ণনা ও ঐতিহ্যের পরিচয় দিতে পারা।

৬. পৌরনীতির ধারণা, প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যক্তি ও পৌর জীবনের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারা।

৭. আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারা।

৮. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অংশগ্রহণ সম্পর্কে বিবরণ ও আগ্রহ প্রকাশ করতে পারা।

ইউনিট- ১ **অধিবেশন- ৩**

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

ভূমিকা

সামাজিক বিজ্ঞান এমন একটি সমন্বিত বিষয় যাকে বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা সামাজিক জীব হিসেবে আমাদের সকলেরই সামাজিক বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। সে প্রয়োজনকে সামনে রেখেই নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণিতে পূর্বাপর সম্পর্ক বজায় রেখে আমাদের দেশের সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বর্ণনা দিতে পারবেন।
- সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
- অষ্টম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বর্ণনা দিতে পারবেন।
- নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বর্ণনা দিতে পারবেন।

পর্ব- কঃ ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা হয়তো জানেন যে, জাতীয় শিক্ষাক্রমে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। এ বিষয়ে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি এবং জনসংখ্যা শিক্ষা বিষয়কে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়গুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই এই শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়েছে। এখন আমরা দেখব যে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ, ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে কোন কোন দিককে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রতিবেদন অনুসারে প্রথম খণ্ডে ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুসমূহকে নিচে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলো–

১. মানব সমাজ

১.১ সমাজ জীবনে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা।

১.২ মানব সমাজের পরিবর্তন।

১.৩ সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচিতি।

২. আদিম মানব সমাজ

২.১ আদিম মানুষের জীবন ধারা- কার্যকলাপ, খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি।

২.২ প্রস্তর যুগ-খাদ্য সংগ্রহকারী থেকে খাদ্য উৎপাদনকারী; আগুন-হাতিয়ার ব্যবহার-কৃষিকাজ- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

২.৩ সভ্যতার উন্মেষ: লিখন–ধাতুর ব্যবহার–নগরের উদ্ভব–ধর্মবিশ্বাস–সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

৩. ইতিহাস যুগ বিভাজন

৩.১ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ।

৩.২ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সময় বিভাজন।

৪. প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপমহাদেশ

৪.১ সিন্ধু সভ্যতা।

৪.২ আর্যদের আগমন–আর্য সমাজ ও ধর্ম–বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব।

৪.৩ মৌর্য সাম্রাজ্য: চন্দ্র গুপ্ত মৌর্য-অশোক–মৌর্য যুগের কৃতিত্ব।

৪.৪ গুপ্ত সাম্রাজ্য: সমুদ্র গুপ্ত– দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত–গুপ্ত যুগের কৃতিত্ব।

৪.৫ গুপ্ত পরবর্তী যুগ: হর্ষবর্ধন–মুসলমানদের আগমন।

৫. প্রাচীন যুগে বাংলাদেশ

৫.১ আদি মানব সংস্কৃতি– তাম্র প্রস্তর যুগ– আর্যদের আগমন– প্রাচীন জনপদসমূহ।

৫.২ মৌর্য ও গুপ্ত শাসন–মহাস্থান গড়।

৫.৩ বাংলার প্রথম নরপতি শশাঙ্ক–শশাঙ্ক পরবর্তী যুগের অরাজকতা–পাল বংশের উদ্ভব।

৫.৪ বাংলায় পাল শাসন–ধর্মপাল (সোমপুর বিহার), দেবপাল, প্রথম মহীপাল ও রামপাল।

৫.৫ দক্ষিণ পূর্ব বাংলার দেব– চন্দ্র বংশ (ময়নামতি)।

৫.৬ সেন বংশ– বিজয় সেন: বল্লাল সেন: লক্ষণ সেন, মুসলমানদের আগমন।

৫.৭ প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি: শিল্প ও সাহিত্য, স্থাপত্য, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ব্যবসা বাণিজ্য।

৬. পৌরনীতির ধারণা এবং মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

৬.১ পৌরনীতির পরিচয় ও বিষয়বস্তু।

৬.২ পৌরনীতির আবশ্যকতা–পৌর জীবন ও ব্যক্তি–সমাজে পৌরজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা।

৬.৩ মানুষের দুইটি মৌল বিষয়: অভাব ও উপযোগ।

৭. বাংলাদেশসহ এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক পরিচয়

৭.১ বাংলাদেশ: (১) অবস্থান,(২) ভূপ্রকৃতি, (৩) নদ-নদী, (৪) জলবায়ু, (৫) বনজ সম্পদ, (৬) মানচিত্র অঙ্কন।

৭.২ বাংলাদেশ ব্যতীত সার্কভুক্ত দেশসমূহের ভৌগোলিক পরিচিতি।

৭.৩ মহাদেশের ধারণা: মহাদেশসমূহের অবস্থান ও পরিচিতি।

৭.৪ এশিয়া মহাদেশ: অবস্থান, আয়তন, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, অধিবাসী ও জনসংখ্যা, সম্পদ, প্রধান প্রধান শহর ও বন্দর।

৭.৫ দক্ষিণ এশিয়া: অবস্থান, আয়তন, অধিবাসী ও জনসংখ্যা (মানচিত্র অঙ্কন)।

৮. বাংলাদেশসহ কয়েকটি আঞ্চলিক দেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

৮.১ বাংলাদেশসহ কয়েকটি আঞ্চলিক দেশের আয়তন ও জনসংখ্যা।

৮.২ বিশ্বের বিগত ২৫, ৫০, ১০০ বছরের জনসংখ্যা ও এর সাধারণ বিশ্লেষণ।

৮.৩ বিগত ৫০ বছর বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্রমধারা এবং এর ব্যাখ্যা।

৮.৪ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান প্রধান কারণ।

৮.৫ বাংলাদেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এসবের প্রভাব।

কাজ- ১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন নিচের ছকগুলো পর্যায়ক্রমে পূরণ করি-

ষষ্ঠ শ্রেণির বিষয়বস্তু হিসেবে ‘প্রাচীনযুগে ভারতীয় উপমহাদেশ’- শীর্ষক পাঠের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে:

১. সিন্ধু সভ্যতা .....
২. আর্যদের আগমন .....
৩. মৌর্য সমাজে .....

কাজ- ২

'প্রাচীনযুগে বাংলাদেশ' শীর্ষক পাঠের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে:

১. মৌর্য ও গুপ্ত শাসন–মহাস্থানগড়
২. দক্ষিণ পূর্ব বাংলার বেদ–চন্দ্র বংশ (ময়নামতি)
৩.
৪.
৫.
৬.

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরের ছক অনুসরণ করে আপনারা অন্য বিষয়গুলোর তালিকা আলাদা আলাদাভাবে তৈরি করুন। সবশেষে বাংলাদেশের একটি মানচিত্র অঙ্কন করুন।

পর্ব- খঃ সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

শিক্ষার্থী বন্ধু, আমরা এবার সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা জেনে নেব। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি রিপোর্ট অনুসারে প্রথম খণ্ডে সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

১. পরিবেশ, সমাজ ও ধর্ম

১.১ পরিবেশ ও সমাজ: পরিবেশ ও সমাজের সম্পর্ক- বিভিন্ন পরিবেশে মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার এবং কর্মকাণ্ডের বিভিন্নতা।

১.২ পরিবার: গঠন ও প্রকারভেদ, কার্যাবলি।

১.৩ সামাজিক প্রথা ও প্রচলিত রীতিনীতি।

১.৪ ধর্ম: মানব সমাজে ধর্মের প্রভাব; ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্ট ধর্মমতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

২. মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশ

২.১ ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যযুগ (১২০৬-১৭৫৭খ্রি.)।

২.২ মুসলমানদের আগমন-তিনটি পর্যায়।

২.৩ তুর্কি শাসন, খলজী শাসন, তুঘলক শাসন, মুঘল আক্রমণ।

২.৪ মুঘল শাসন, শুর শাসন ও মুঘল শাসন।

৩. মধ্যযুগে বাংলাদেশ (১২০৪-১৭৫৭খ্রিঃ)

৩.১ বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা।

৩.২ ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী থেকে স্বাধীন সুলতানী আমল প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সময়কালের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

৩.৩ বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানী আমল।

৩.৪ বাংলাদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা।

৪. রাষ্ট্র, নাগরিক, সরকার ও অর্থনীতির মৌল বিষয়

৪.১ রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদান, রাষ্ট্রের কার্যাবলি।

৪.২ নাগরিকতা, সুনাগরিকের গুণাবলি, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য।

৪.৩ সরকার ও সরকারের শ্রেণিবিভাগ, সরকারের অঙ্গসমূহ (শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ)।

৪.৪ অর্থনীতির তিনটি মৌল বিষয়: চাহিদা, যোগান ও উৎপাদন।

৫. আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ

৫.১ আফ্রিকা মহাদেশ: অবস্থান, আয়তন, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, অধিবাসী ও জনসংখ্যা, সম্পদ, প্রধান প্রধান শহর ও বন্দর (মানচিত্র অঙ্কন)।

৫.২ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ: অবস্থান, আয়তন, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, অধিবাসী ও জনসংখ্যা, সম্পদ, প্রধান শহর ও বন্দর (মানচিত্র অঙ্কন)।

৬. বাংলাদেশের সম্পদ ও পরিবহন ব্যবস্থা

৬.১ মৎস্য সম্পদ।

৬.২ খনিজ সম্পদ।

৬.৩ কৃষিজ সম্পদ: খাদ্য শস্য ও অর্থকরী ফসল।

৬.৪ পরিবহন ব্যবস্থা।

৭. বাংলাদেশসহ পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিধারা এবং বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা ও সমাধান

৭.১ পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান জনসংখ্যা পরিস্থিতি এবং বিজ্ঞানের উন্নতি সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ক সাধারণ আলোচনা।

৭.২ বাংলাদেশের ১৬৫০-১৯৯১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিধারা এবং বিভিন্ন সময়ে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার বিবরণ।

৭.৩ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা ও এর সমাধানের উপায়।

৭.৪ নারী সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এর প্রভাব।

৭.৫ নারী সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণের উপায়।

শিক্ষার্থীবৃন্দ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর সম্পর্কে চিন্তা করে উত্তর লিখুন:

১. সপ্তম শ্রেণির বিষয়বস্তুকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
২. 'মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশ' শীর্ষক অংশে কোন কোন বিষয়বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? এক বাক্যে লিখুন
৩. 'মধ্যযুগে বাংলাদেশ' কোন বছর হতে কোন বছর পর্যন্ত সময়কে আওতাভুক্ত করেছে?
৪. বাংলাদেশের সম্পদ ও পরিবহন ব্যবস্থা শীর্ষক আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত দিকগুলো কী?
৫. নারী সংক্রান্ত কোন আলোচনা সপ্তম শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে? কী কী?

শিক্ষার্থী বন্ধু, এবার আলাদা কাগজে বিশ্বের মানচিত্র থেকে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের অবস্থান লক্ষ করুন এবং এ দুটি মহাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করুন।

পর্ব- ক: অষ্টম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি রিপোর্ট অনুসারে প্রথম খণ্ডে অষ্টম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুসমূহ নিম্নরূপ:

১.১ সামাজিক পরিবর্তনের ধারাবাহিক চিত্র, পরিবর্তনের কারণ, সামাজিক গতিশীলতা, আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য

১.২ ভারতীয় উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন: পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ ও ফরাসি

২. ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা:
সিরাজ-উদ-দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ, মীর কাসিম ও বকসারের যুদ্ধ, দেওয়ানী লাভ ও দ্বৈত শাসন।

৩. ইংরেজ শাসনের প্রভাব:
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব

৪. বাংলার জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

ক) বাংলার জাগরণ: ফকীর আন্দোলন, তিতুমীরের সংগ্রাম, নীল বিদ্রোহ, ফরায়েজী আন্দোলন,

খ) সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার: রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, হাজী মুহম্মদ মুহসীন, আব্দুল লতিফ ও আমীর আলীর সংস্কার।

৫. রাজনৈতিক অধিকারের আন্দোলন:

১৮৫৭ সালের সংগ্রাম, আলীগড় আন্দোলন, কংগ্রেস, বঙ্গভঙ্গ, মুসলিম লীগ, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, লাহোর প্রস্তাব, পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের জন্ম।

৬. বাংলাদেশের অভ্যুদয়:

ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের অধিকার ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট, বাংলাদেশের প্রতি বৈষম্য, ছয়দফা ও এগার দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভুত্থ্যান ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম।

৭. সংবিধান: প্রকারভেদ, উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যাবলি।

৮. বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যাবলি।

৯. জাতিসংঘ: গঠন ও কার্যাবলি, উদ্দেশ্য ও মূলনীতিসমূহ

১০. আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থাসমূহ।

আসিয়ান, ই ইউ, ও আই সি, সার্ক, সার্ক ও বাংলাদেশ।

১১. অর্থনীতির চারটি মৌল বিষয়: ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও বাজার।

১২. বাংলাদেশ: শিল্প ও বাণিজ্য (মানচিত্র অঙ্কন)।

১৩. ইউরোপ মহাদেশ: অবস্থান, আয়তন, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, অধিবাসী ও জনসংখ্যা, সম্পদ, প্রধান শহর ও বন্দর (মানচিত্র অঙ্কন)।

১৪. উত্তর আমেরিকা মহাদেশ: অবস্থান, আয়তন, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, অধিবাসী ও জনসংখ্যা, সম্পদ, প্রধান শহর ও বন্দর (মানচিত্র অঙ্কন)।

১৫. দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ: অবস্থান, আয়তন, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, অধিবাসী ও জনসংখ্যা, সম্পদ, প্রধান শহর ও বন্দর (মানচিত্র অঙ্কন)।

১৬. বাংলাদেশসহ পৃথিবীর উন্নত, উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও এর সাধারণ ব্যাখ্যা।

১৭. উন্নত, উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশের জন্মহার, জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতির তথ্যবহুল তুলনামূলক আলোচনা।

১৮. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম বা বেশি হওয়ার কারণ।

১৯. জনসংখ্যা বৃদ্ধি-হ্রাসকল্পে সরকারি পদক্ষেপ।

২০. সমাজ জীবনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।

শিক্ষার্থী বন্ধু, এবার বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর একটি মানচিত্র অঙ্কন করুন।

শিক্ষার্থী বন্ধু, আসুন অষ্টম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুতে অর্থনীতি ও জনসংখ্যাসংক্রান্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করুন।

১. অর্থনীতির চারটি মৌল বিষয়: ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও বাজার
২.
৩.
৪.
৫.

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর একটি আলাদা কাগজে লেখার চেষ্টা করি-

১. কোন কোন মহাদেশকে অষ্টম শ্রেণির বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?
২. বাংলাদেশের কোন কোন রাজনৈতিক আন্দোলনকে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠ্যসূচির আওতাভুক্ত করা হয়েছে?
৩. আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থাগুলো কী?
৪. বাংলাদেশের সংবিধান সংক্রান্ত কোন কোন দিক অষ্টম শ্রেণিতে পাঠ্যসূচির আওতাভুক্ত রয়েছে?
৫. জাতিসংঘ সংক্রান্ত কোন দিকগুলো পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

পর্ব- ঘঃ নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবার আমরা জেনে নেব নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের কোন কোন দিক পাঠ্যসূচির আওতাভুক্ত রয়েছে শিক্ষার্থীবৃন্দ নিচে সেগুলো পর্যায়ক্রমে দেয়া হলো।

১. সমাজবিজ্ঞান

১.১ সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা
১.২ সামাজিকীকরণ
১.৩ সমাজ কাঠামো ও সামাজিক স্তরবিন্যাস
১.৪ সামাজিক পরিবর্তন
১.৫ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা।

২. ইতিহাস

২.১ বাংলার জাগরণ
২.২ সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার
২.৩ রাজনৈতিক স্বাধীকারের আন্দোলন
২.৪ বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

৩. ভূগোল

৩.১ মানচিত্র
৩.২ সৌরজগৎ
৩.৩ ভূপৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয়
৩.৪ পৃথিবীর গতি
৩.৫ ভূত্বক
৩.৬ শিলা
৩.৭ ভূত্বকের আকস্মিক পরিবর্তন
৩.৮ ভূমিরূপ
৩.৯ বায়ুমণ্ডল
৩.১০ সৌরতাপ ও তাপমাত্রা
৩.১১ বায়ুর চাপ
৩.১২ বায়ু প্রবাহ
৩.১৩ বায়ুর আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত
৩.১৪ মহাসাগর ও জোয়ারভাঁটা
৩.১৫ বাংলাদেশ।

৪. পৌরনীতি

৪.১ পৌরনীতির বিষয়বস্তু

৪.২ নাগরিকত্ব

৪.৩ রাষ্ট্র

৪.৪ সরকার

৪.৫ নির্বাচন

৪.৬ রাজনৈতিক দল

৪.৭ আইন ও আইনের অনুশাসন

৪.৮ বাংলাদেশের সংবিধান

৪.৯ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ

৪.১০ বাংলাদেশের বিচার বিভাগ

৪.১১ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

৪.১২ বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন

৪.১৩ জাতিসংঘ।

৫. অর্থনীতি

৫.১ অর্থনীতির বিষয়বস্তু

৫.২ মৌল অর্থনৈতিক সমস্যা

৫.৩ অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক ধারণা

৫.৪ উৎপাদন

৫.৫ অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

৫.৬ সরকারি আয় ব্যয়

৫.৭ বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা ও সমাধানের উপায়

৫.৮ ব্যবসায় বাণিজ্য।

৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর প্রভাব

৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ

৮. এইডস।

শিক্ষার্থী বন্ধু আসুন, নিচের ছকটি অনুসরণ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করা যাক।

১. মাধ্যমিক স্তরে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুরূপে কয়টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? কী কী?
২. সামাজিক বিজ্ঞানসংক্রান্ত আলোচনায় বিদ্যমান দিকগুলোর তিনটি প্রধান দিক উল্লেখ করুন।
৩. ভূগোল বিষয়ক আলোচনার দিকসমূহ নির্ণয় করুন এবং যে কোনো ৫টি দিক উল্লেখ করুন।
৪. পৌরনীতির বিষয়বস্তু হিসেবে প্রধান ৮টি বিষয় উল্লেখ করুন।
৫. অর্থনীতি সংক্রান্ত আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ৫টি দিক উল্লেখ করুন।
৬. মাধ্যমিক শ্রেণিতে সমকালীন প্রেক্ষাপটের কোন কোন বিষয়কে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

ইউনিট- ১ **অধিবেশন- ৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

ষষ্ঠ শ্রেণির বিষয়বস্তু

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রতিবেদন: প্রথম খণ্ডে ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুসমূহ নিম্নরূপ:

১. মানব সমাজ

১.১ সমাজ জীবনে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

১.২ মানব সমাজের পরিবর্তন

১.৩ সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচিতি।

২. আদিম মানব সমাজ

২.১ আদিম মানুষের জীবন ধারা– কার্যকলাপ, খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক, আচার-ব্যবহার, রীতি– নীতি

২.২ প্রস্তর যুগ– খাদ্য সংগ্রহকারী থেকে খাদ্য উৎপাদনকারী; আগুন-হাতিয়ার ব্যবহার– কৃষিকাজ– অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

২.৩ সভ্যতার উন্মেষ; লিখন-ধাতুর ব্যবহার-নগরের উদ্ভব– ধর্মবিশ্বাস– সামাজিক প্রতিষ্ঠান

৩. ইতিহাস যুগ বিভাজন

৩.১ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ

৩.২ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সময় বিভাজন।

৪. প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপমহাদেশ

৪.১ সিন্ধু সভ্যতা

৪.২ আর্যদের আগমন– আর্য সমাজ ও ধর্ম– বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব

৪.৩ মৌর্য সাম্রাজ্য: চন্দ্র গুপ্ত মৌর্য– অশোক– মৌর্য যুগের কৃতিত্ব

৪.৪ গুপ্ত সাম্রাজ্য: সমুদ্র গুপ্ত– দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত– গুপ্ত যুগের কৃতিত্ব

৪.৫ গুপ্ত পরবর্তী যুগ: হর্ষবর্ধন– মুসলমানদের আগমন।

৫. প্রাচীন যুগে বাংলাদেশ

৫.১ আদি মানব সংস্কৃতি-তাম্র প্রস্তর যুগ- আর্যদের আগমন- প্রাচীন জনপদসমূহ।

৫.২ মৌর্য ও গুপ্ত শাসন- মহাস্থান গড়।

৫.৩ বাংলার প্রথম নরপতি শশাঙ্ক– শশাঙ্ক পরবর্তী যুগের অরাজকতা– পাল বংশের উদ্ভব।

৫.৪ বাংলায় পাল শাসন– ধর্মপাল (সোমপুর বিহার), দেবপাল, প্রথম মহীপাল ও রামপাল।

৫.৫ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দেব– চন্দ্র বংশ (ময়নামতি)।

৫.৬ সেন বংশ– বিজয় সেন, বল্লাল সেন: লক্ষণ সেন, মুসলমানদের আগমন।

৫.৭ প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি: শিল্প ও সাহিত্য, স্থাপত্য, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ব্যবসা বাণিজ্য।

৬. পৌরনীতির ধারণা এবং মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

৬.১ পৌরনীতির পরিচয় ও বিষয়বস্তু।

৬.২ পৌরনীতির আবশ্যকতা-পৌর জীবন ও ব্যক্তি, সমাজে পৌরজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা।

৬.৩ মানুষের দুইটি মৌল বিষয়: অভাব ও উপযোগ।

৭. বাংলাদেশসহ এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক পরিচয়

৭.১ বাংলাদেশ: (১) অবস্থান,(২) ভূপ্রকৃতি, (৩) নদ-নদী, (৪) জলবায়ু, (৫) বনজ সম্পদ, (৬) মানচিত্র অঙ্কন।

৭.২ বাংলাদেশ ব্যতীত সার্কভুক্ত দেশসমূহের ভৌগোলিক পরিচিতি।

৭.৩ মহাদেশের ধারণা; মহাদেশসমূহের অবস্থান ও পরিচিতি।

৭.৪ এশিয়া মহাদেশ: অবস্থান, আয়তন, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, অধিবাসী ও জনসংখ্যা, সম্পদ, প্রধান প্রধান শহর ও বন্দর।

৭.৫ দক্ষিণ এশিয়া: অবস্থান, আয়তন, অধিবাসী ও জনসংখ্যা (মানচিত্র অঙ্কন)।

৮. বাংলাদেশসহ কয়েকটি আঞ্চলিক দেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

৮.১ বাংলাদেশসহ কয়েকটি আঞ্চলিক দেশের আয়তন ও জনসংখ্যা।

৮.২ বিশ্বের বিগত ২৫, ৫০, ১০০ বছরের জনসংখ্যা ও এর সাধারণ বিশ্লেষণ।

৮.৩ বিগত ৫০ বছর বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্রমধারা এবং এর ব্যাখ্যা।

৮.৪ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান প্রধান কারণ।

৮.৫ বাংলাদেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এসবের প্রভাব।

সপ্তম শ্রেণির বিষয়বস্তু

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি রিপোর্ট: প্রথম খণ্ডে সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুসমূহ নিম্নরূপ:

১. পরিবেশ, সমাজ ও ধর্ম

১.১ পরিবেশ ও সমাজ: পরিবেশ ও সমাজের সম্পর্ক– বিভিন্ন পরিবেশে মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার এবং কর্মকাণ্ডের বিভিন্নতা।

১.২ পরিবার: গঠন ও প্রকারভেদ, কার্যাবলি।

১.৩ সামাজিক প্রথা ও প্রচলিত রীতিনীতি।

১.৪ ধর্ম: মানব সমাজে ধর্মের প্রভাব; ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্ট ধর্মমতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

২. মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশ

২.১ ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যযুগ (১২০৬-১৭৫৭খ্রি.)।

২.২ মুসলমানদের আগমনের তিনটি পর্যায়।

২.৩ তুর্কী শাসন, খলজী শাসন, তুঘলক শাসন, মুঘল আক্রমণ।

২.৪ মুঘল শাসন, শুর শাসন ও মুঘল শাসন।

৩. মধ্যযুগে বাংলাদেশ (১২০৪-১৭৫৭খ্রি.)

৩.১ বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা।

৩.২ ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী থেকে স্বাধীন সুলতানী আমল প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সময়কালের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

৩.৩ বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানী আমল।

৩.৪ বাংলাদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা।

৪. রাষ্ট্র, নাগরিক, সরকার ও অর্থনীতির মৌল বিষয়

৪.১ রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদান, রাষ্ট্রের কার্যাবলি।

৪.২ নাগরিকতা, সুনাগরিকের গুণাবলি, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য।

৪.৩ সরকার ও সরকারের শ্রেণিবিভাগ, সরকারের অঙ্গসমূহ (শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ)।

৪.৪ অর্থনীতির তিনটি মৌল বিষয় : চাহিদা, যোগান ও উৎপাদ।

৫. আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ

৫.১ আফ্রিকা মহাদেশ: অবস্থান, আয়তন, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, অধিবাসী ও জনসংখ্যা, সম্পদ, প্রধান প্রধান শহর ও বন্দর (মানচিত্র অঙ্কন)।

৫.২ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ: অবস্থান, আয়তন, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, অধিবাসী ও জনসংখ্যা, সম্পদ, প্রধান শহর ও বন্দর (মানচিত্র অঙ্কন)।

৬. বাংলাদেশের সম্পদ ও পরিবহন ব্যবস্থা

৬.১ মৎস্য সম্পদ

৬.২ খনিজ সম্পদ

৬.৩ কৃষিজ সম্পদ: খাদ্য শস্য ও অর্থকরী ফসল

৬.৪ পরিবহন ব্যবস্থা।

৭. বাংলাদেশসহ পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিধারা এবং বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা ও সমাধান

৭.১ পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান জনসংখ্যা পরিস্থিতি এবং বিজ্ঞানের উন্নতি সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ক সাধারণ আলোচনা।

৭.২ বাংলাদেশের ১৬৫০-১৯৯১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিধারা এবং বিভিন্ন সময়ে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার বিবরণ।

৭.৩ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা ও এর সমাধানের উপায়।

৭.৪ নারী সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এর প্রভাব।

৭.৫ নারী সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণের উপায়।

অষ্টম শ্রেণির বিষয়বস্তু

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি রিপোর্ট: প্রথম খণ্ডে অষ্টম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুসমূহ নিম্নরূপ:

১.১ সামাজিক পরিবর্তনের ধারাবাহিক চিত্র, পরিবর্তনের কারণ, সামাজিক গতিশীলতা, আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য।

১.২ ভারতীয় উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ ও ফরাসি।

২১. ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা:

সিরাজ-উদ-দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ, মীর কাসিম ও বকসারের যুদ্ধ, দিউওয়ানী লাভ ও দ্বৈত শাসন।

২২. ইংরেজ শাসনের প্রভাব:
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব।

২৩. বাংলার জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন:
ক) বাংলার জাগরণ: ফকীর আন্দোলন, তিতুমীরের সংগ্রাম, নীল বিদ্রোহ, ফরায়েজী আন্দোলন।
খ) সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার: রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হাজী মুহম্মদ মুহসীন, আব্দুল লতিফ ও আমীর আলীর সংস্কার।

২৪. রাজনৈতিক অধিকারের আন্দোলন:
১৮৫৭ সালের সংগ্রাম, আলীগড় আন্দোলন, কংগ্রেস, বঙ্গভঙ্গ, মুসলীম লীগ, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, লাহোর প্রস্তাব, পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের জন্ম।

২৫. বাংলাদেশের অভ্যুদয়:
ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের অধিকার ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট, বাংলাদেশের প্রতি বৈষম্য, ছয়দফা ও এগার দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম।

২৬. সংবিধান: প্রকারভেদ, উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যাবলি।

২৭. বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যাবলি।

২৮. জাতিসংঘ: গঠন ও কার্যাবলি ,উদ্দেশ্য ও মূলনীতিসমূহ।

২৯. আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থাসমূহ।
আসিয়ান, ইইউ, ও আইসি, সার্ক, সার্ক ও বাংলাদেশ।

৩০. অর্থনীতির চারটি মৌলবিষয়: ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও বাজার।

৩১. বাংলাদেশ: শিল্প ও বাণিজ্য (মানচিত্র অঙ্কন)।

৩২. ইউরোপ মহাদেশ: অবস্থান, আয়তন, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, অধিবাসী ও জনসংখ্যা, সম্পদ, প্রধান শহর ও বন্দর (মানচিত্র অঙ্কন)।

৩৩. উত্তর আমেরিকা মহাদেশ: অবস্থান, আয়তন, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, অধিবাসী ও জনসংখ্যা, সম্পদ, প্রধান শহর ও বন্দর (মানচিত্র অঙ্কন)।

৩৪. দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ: অবস্থান, আয়তন, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, অধিবাসী ও জনসংখ্যা, সম্পদ, প্রধান শহর ও বন্দর (মানচিত্র অঙ্কন)।

৩৫. বাংলাদেশসহ পৃথিবীর উন্নত, উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও এর সাধারণ ব্যাখ্যা।

৩৬. উন্নত, উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশের জন্মহার, জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতির তথ্যবহুল তুলনামূলক আলোচনা।

৩৭. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম বা বেশি হওয়ার কারণ।

৩৮. জনসংখ্যা বৃদ্ধি -হ্রাসকল্পে সরকারি পদক্ষেপ।

৩৯. সমাজ জীবনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।

নবম-দশম শ্রেণির বিষয়বস্তু

৯. সমাজবিজ্ঞান

৯.১ সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা

৯.২ সামাজিকীকরণ

৯.৩ সমাজ কাঠামো ও সামাজিক স্তরবিন্যাস

৯.৪ সামাজিক পরিবর্তন

৯.৫ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা।

১০. ইতিহাস

১০.১ বাংলার জাগরণ

১০.২ সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার

১০.৩ রাজনৈতিক স্বাধীকারের আন্দোলন

১০.৪ বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

১১. ভূগোল

১১.১ মানচিত্র

১১.২ সৌরজগৎ

১১.৩ ভূপৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়

১১.৪ পৃথিবীর গতি

১১.৫ ভূত্বক

১১.৬ শিলা

১১.৭ ভূত্বকের আকস্মিক পরিবর্তন

১১.৮ ভূমিরূপ

১১.৯ বায়ুমণ্ডল

১১.১০ বায়ুমল

১১.১১ সৌরতাপ ও তাপমাত্রা

১১.১২ বায়ুর চাপ

১১.১৩ বায়ু প্রবাহ

১১.১৪ বায়ুর আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত

১১.১৫ মহাসাগর ও জোয়ারভাটা

১১.১৬ বাংলাদেশ।

১২. পৌরনীতি

১২.১ পৌরনীতির বিষয়বস্তু

১২.২ নাগরিকত্ব

১২.৩ রাষ্ট্র

১২.৪ সরকার

১২.৫ নির্বাচন

১২.৬ রাজনৈতিক দল

১২.৭ আইন ও আইনের অনুশাসন

১২.৮ বাংলাদেশের সংবিধান

১২.৯ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ

১২.১০ বাংলাদেশের বিচার বিভাগ

১২.১১ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

১২.১২ বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন

১২.১৩ জাতিসংঘ।

১৩. অর্থনীতি

১৩.১ অর্থনীতির বিষয়বস্তু

১৩.২ মৌল অর্থনৈতিক সমস্যা

১৩.৩ অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক ধারণা

১৩.৪ উৎপাদন

১৩.৫ অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

১৩.৬ সরকারি আয়ব্যয়

১৩.৭ বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা ও সমাধানের উপায়

১৩.৮ ব্যবসায় বাণিজ্য।

১৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর প্রভাব।

১৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ।

১৬. এইডস।

মূল্যায়ন

১. ষষ্ঠ শ্রেণিতে সামাজিক বিজ্ঞানের পঠিত বিষয়গুলো কী?

২. সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্য তালিকা তৈরি করুন।

৩. অষ্টম শ্রেণিতে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুগুলো কী? বর্ণনা করুন।

৪. নবম ও দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- খ

১। ৭টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

২। ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যযুগ, মুসলমানদের আগমন, তুর্কী শাসন, মুঘল শাসন ইত্যাদি।

৩। ১২০৪ - ১৭৫৭ খ্রী: পর্যন্ত সময়কে।

৪। মৎস সম্পদ, খনিজ সম্পদ, কৃষি সম্পদ, পরিবহন সম্পদ।

৫। নারী সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা দূরীকণের উপায়।

পর্ব- গ

১. ইউরোপ মহাদেশ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা।

২. রাজনৈতিক অধিকারের আন্দোলন:

১৮৫৭ সালের সংগ্রাম, আলীগড় আন্দোলন, কংগ্রেস, বঙ্গভঙ্গ, মুসলিম লীগ, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, লাহোর প্রস্তাব, পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের জন্ম।

৩. আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থাসমূহ।

আসিয়ান, ই ইউ, ও আই সি, সার্ক, সার্ক ও বাংলাদেশ।

৪. সংবিধান: প্রকারভেদ, উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যাবলি।

৫. জাতিসংঘ: গঠন ও কার্যাবলি, উদ্দেশ্য ও মূলণীতিসমূহ।

পর্ব- ঘ

১. ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভুগোল, পৌরনীতি।

২. সমাজ-সংস্কৃতি, সভ্যতা, সমাজিকীকরণ, সামাজিক পরিবর্তন।

৩. মানচিত্র, সৌরজগত, ভূত্বক, শিলা, পৃথিবীর গতি।

৪. পৌরনীতি

- পৌরনীতির বিষয়বস্তু
- নাগরিকত্ব
- রাষ্ট্র
- সরকার
- নির্বাচন
- রাজনৈতিক দল
- আইন ও আইনের অনুশাসন
- বাংলাদেশের সংবিধান।

৫. অর্থনীতি

- অর্থনীতির বিষয়বস্তু
- মৌল অর্থনৈতিক সমস্যা
- অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক ধারণা
- উৎপাদন
- অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা
- সরকারি আয়ব্যয়
- বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা ও সমাধানের উপায়
- ব্যবসায় বাণিজ্য।

৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর প্রভাব।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ।

এইডস।

ইউনিটঃ ২

অধিবেশন- ৪	:	ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ: শিক্ষাক্রম বিবৃতি ও পাঠ্যসূচি
অধিবেশন- ৫	:	ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ: পাঠ্যপুস্তক
অধিবেশন- ৬	:	ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ: পরীক্ষার প্রশ্ন
অধিবেশন- ৭	:	সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় কাঠামো: লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফল
অধিবেশন- ৮	:	ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় কাঠামো' পাঠ পরিসর
অধিবেশন- ৯	:	ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিকাশমান ও যৌক্তিক বিন্যাস চিহ্নিতকরণ
অধিবেশন- ১০	:	বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা মোকাবেলা ও সামাজিক প্রেক্ষিত-এর ওপর ভিত্তি করে বিষয়বস্তুর শ্রেণিকরণ
অধিবেশন- ১১	:	ব্যক্তিগতভাবে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করার জন্য নোট নেওয়া

ইউনিট- ২ **অধিবেশন- ৪**

ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ: শিক্ষাক্রম বিবৃতি ও পাঠ্যসূচি

ভূমিকা

শিক্ষার্থীবৃন্দ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি জাতীয় শিক্ষার দিকনির্দেশনা দেয়। জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রণয়ন করা হয়। সুনির্দিষ্ট দিক নিদের্শনা দিয়ে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্ত বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ এবং শিক্ষাক্রম বিবৃতি ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে অবগত করাই এই অধিবেশনের মূল লক্ষ্য। জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়নে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা যথার্থ ও সময়োপোযোগী বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত না হলে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই ব্যর্থ হবে। সামাজিক বিজ্ঞানের মতো একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের শিক্ষাক্রমের বিষয়াদি কেমন হবে, সেটা কোন শ্রেণির জন্য তৈরি হবে-এ দিকটি বিবেচনায় রেখেই তৈরি করা হয়ে থাকে। এ অধিবেশনে ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর আঙ্গিকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হবে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

১. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে সামাজিক বিজ্ঞানের পটভূমি তুলে ধরতে পারবেন।
২. বর্তমান শিক্ষাক্রম কাঠামোতে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে সামাজিক বিজ্ঞানের অবস্থান নিরূপণ করতে পারবেন।
৩. ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের বিষয়বস্তুর সমালোচনামূলক দিক উল্লেখ করতে পারবেন।
৪. শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের নীতিমালা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের সংক্ষিপ্ত পটভূমি

সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট- ১৯৭৪ (ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন)-এর আলোকে ১৯৭৫ সালের ২৫ অক্টোবর 'বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির' গঠন করা হয়। এ কমিটি রিপোর্টে মাধ্যমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ অনুযায়ী নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সামাজিক বিজ্ঞানকে আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস, পৌরনীতি ও ভূগোলের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে 'সমাজবিজ্ঞান' নামে একটি আবশ্যিক বিষয়ের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়। মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস ও ভূগোলকে দুইটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পৌরনীতি, অর্থনীতি ও বাণিজ্যকে একসাথে করে আর একটি আবশ্যিক বিষয় চালু করা হয়।

১৯৮৩ সালে এ শিক্ষাক্রম কাঠামো সংশোধন করা হয়। নতুন কাঠামোতে ভূগোলকে একটি আবশ্যিক বিষয় এবং ইতিহাস, অর্থনীতি ও পৌরনীতিকে 'সমাজবিজ্ঞান' শিরোনামে নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৯৪ সালে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম আবারও সংশোধন করা হয়। এ শিক্ষাক্রমে পূর্বের মতো ভূগোলকে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাখা হয় এবং ইতিহাস, পৌরনীতি ও অর্থনীতিকে নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৯৪ সালে শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। ১৯৯৫ সালে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিমার্জন ও নবায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ শিক্ষাক্রম অনুসারে ১৯৯৬ সালে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণিতে এবং ১৯৯৭ সাল থেকে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে এ শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে।

পরিমার্জিত ও নবায়নকৃত শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিটি স্তরে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সামাজিক বিজ্ঞানকে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য সামাজিক বিজ্ঞানকে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতিকে নৈর্বাচনিক বিষয় করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা এবার নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে চেষ্টা করি।

১. ১৯৭৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত কতবার শিক্ষাক্রম কাঠামোতে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পরিবর্তন করা হয়েছে? পরিবর্তনের সালগুলো উল্লেখ করুন।
২. ১৯৮৩ সালের সংশোধিত শিক্ষাক্রম কাঠামোতে সামাজিক বিজ্ঞানের আওতাধীন বিভিন্ন বিষয়সমূহ কী শিরোনামে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল?
৩. ১৯৯৫ সালের পরিমার্জিত ও নবায়নকৃত শিক্ষাক্রম কাঠামোতে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞানের অবস্থান কী?
৪. বর্তমানে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি কত সাল থেকে চালু করা হয়েছিল?

পর্ব- খঃ বর্তমান শিক্ষাক্রম কাঠামোতে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে সামাজিক বিজ্ঞানের অবস্থান নিরূপণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, বর্তমানে বাংলাদেশে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টিকে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিজ্ঞান হিসেবে পড়ানো হয়ে থাকে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয়, নবম-দশম শ্রেণিতে বিজ্ঞান শাখায় আবশ্যিক বিষয় হিসেবে এবং মানবিক শাখায় ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতি নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে শিখানো হচ্ছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, দুই মিনিট ভাবুন। এরপর সমন্বিত বিষয় হিসেবে যেসব মৌলিক বিষয়কে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় বলে আপনার মনে হয় তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

১. সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতি, ...
২. ....
৩. ....
৪. ....

এবার নিচের ঘরগুলো পূরণ করুন।

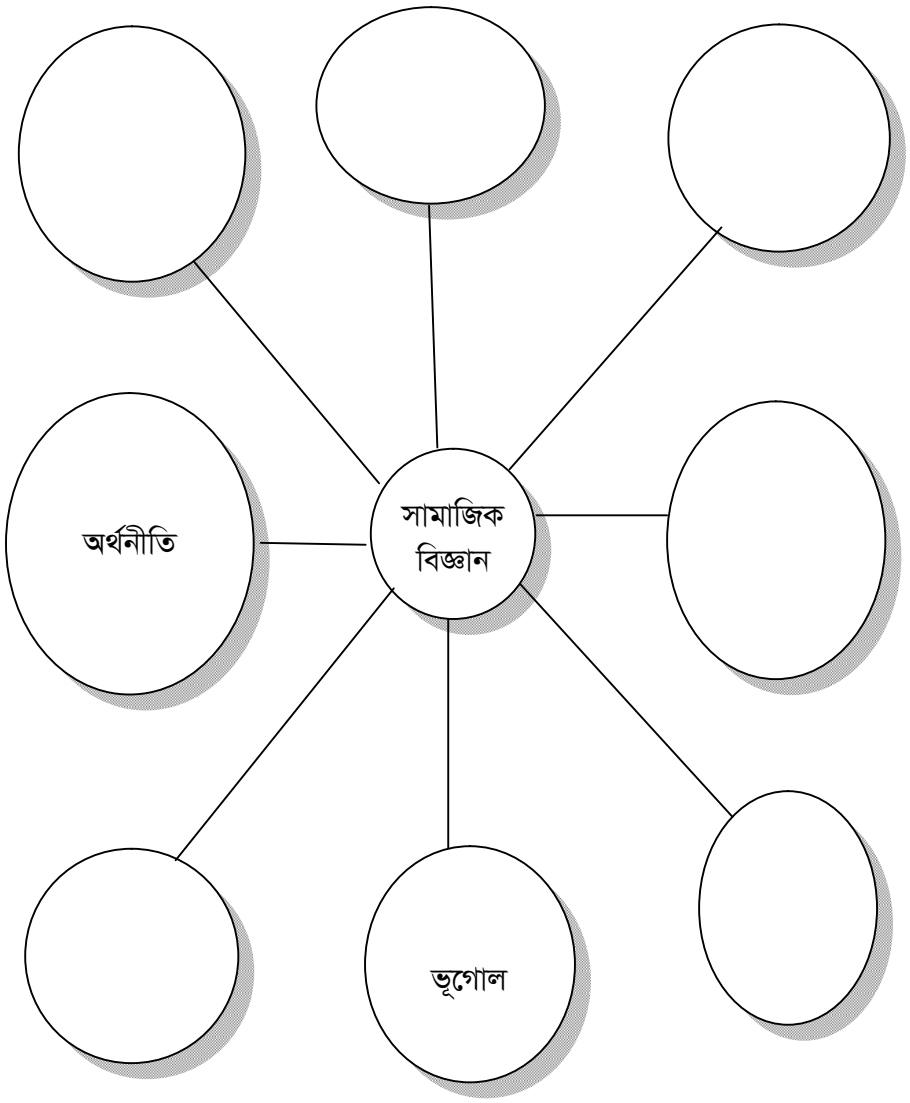

পর্ব- গঃ ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের বিষয়বস্তুর সমালোচনামূলক পর্যালোচনা

শিক্ষার্থী বন্ধু, সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের বিষয়বস্তুর সমালোচনামূলক পর্যালোচনায় যেতে হলে আগে আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে একটি নিখুঁত বা পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের জন্য কোন কোন নীতিমালা অনুসরণ করা দরকার। আর সেটা নির্ণয় ও নির্দিষ্ট করা হলে সেটা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম তৈরি করতে হবে। যদি কোন শিক্ষাক্রমে উক্ত নীতিমালার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায় তাহলে সেটা হবে অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাক্রম। তাই বন্ধুরা আসুন, শিক্ষাক্রমের পরিমার্জন নীতিমালাগুলো কী হতে পারে নিচের ছকে উল্লেখ করুন।

কাজ- ১

১. নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
২. আত্মকর্মসংস্থানমূলক দক্ষতা অর্জন।
৩. .....
৪. .....
৫. .....

কাজ- ২

শিক্ষার্থী বন্ধু আসুন, এবার মাথা খাটিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের স্তরভিত্তিক বিষয়বস্তুর সমালোচনামূলক দিকগুলো বের করুন ও নিচের ছকে সেগুলো পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করুন।

১. বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব
২. মুখস্থ প্রবণতার ওপর প্রাধান্য দেওয়া
৩. ....
৪. ....
৫. ....
৬. ....

ইউনিট- ২ **অধিবেশন- ৪**

মূল শিখনীয় বিষয়
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ধারণা

Curriculum এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে শিক্ষাক্রম। আভিধানিক অর্থে শিক্ষাক্রম শব্দের অর্থ হল শিক্ষার উপযোগী নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর সমাবেশ। শিক্ষাক্রম হচ্ছে বিশেষ কোনো স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা, আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, নীতিগত পদ্ধতি, মূল্যায়ন, বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম ও আয়োজন। শিক্ষাক্রমের পরেই আসে পাঠ্যসূচি। পাঠ্যসূচির ইংরেজি প্রতিশব্দ Syllabus যার বাংলা আভিধানিক অর্থ হল পাঠ্যতালিকা বা পাঠ্য বিষয়বস্তুর সূচি। অর্থগত দিক দিয়ে পাঠ্যসূচি বলতে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণিতে পাঠের উপযোগী বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত তালিকাকেই বোঝায়।

বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের সংক্ষিপ্ত পটভূমি

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-১৯৭৪ (ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন)-এর আলোকে ১৯৭৫ সালের ২৫ অক্টোবর 'বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়। এ কমিটির রিপোর্টে মাধ্যমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সামাজিক বিজ্ঞানকে অবশ্যিক পাঠ্যবিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস, পৌরনীতি ও ভূগোলের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে 'সমাজবিজ্ঞান' নামে একটি আবশ্যিক বিষয়ের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়। মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস ও ভূগোলকে দুইটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পৌরনীতি, অর্থনীতি ও বাণিজ্যকে একসাথে করে আর একটি আবশ্যিক বিষয় চালু করা হয়।

১৯৮৩ সালে এ শিক্ষাক্রম কাঠামো সংশোধন করা হয়। নতুন কাঠামোতে ভূগোলকে একটি আবশ্যিক বিষয় এবং ইতিহাস, অর্থনীতি ও পৌরনীতিকে 'সমাজবিজ্ঞান' শিরোনামে নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৯৪ সালে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম আবারও সংশোধন করা হয়। এ শিক্ষাক্রমে পূর্বের মতো ভূগোলকে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাখা হয় এবং ইতিহাস, পৌরনীতি ও অর্থনীতিকে নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৯৪ সালে শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। ১৯৯৫ সালে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিমার্জন ও নবায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ শিক্ষাক্রম অনুসারে ১৯৯৬ সালে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণিতে এবং ১৯৯৭ সাল থেকে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে এ শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে।

পরিমার্জিত ও নবায়নকৃত শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিটি স্তরে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সামাজিক বিজ্ঞানকে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য সামাজিক বিজ্ঞানকে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতিকে নৈর্বাচনিক বিষয় করা হয়েছে।

ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের কাঠামো

বর্তমানে আমাদের দেশে মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সমন্বিত বিষয় হিসেবে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি পড়ানো হচ্ছে। বাংলা আভিধানিক অর্থে সমন্বিত শব্দটি দ্বারা একই ধরনের বা পাশাপাশি তাৎপর্যমণ্ডিত কতকগুলো বিষয়ের সমষ্টিকেই বোঝানো হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষার মান উন্নয়নের নিমিত্তে সমন্বিত পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টিকে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের সমন্বয়ে সমন্বিত সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে পড়ানো হচ্ছে। ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয়, নবম-দশম শ্রেণিতে বিজ্ঞান শাখায় আবশ্যিক বিষয় হিসেবে এবং মানবিক শাখায় ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতি নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে শিখানো হচ্ছে। নিম্নে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় কাঠামো তুলে ধরা হল-

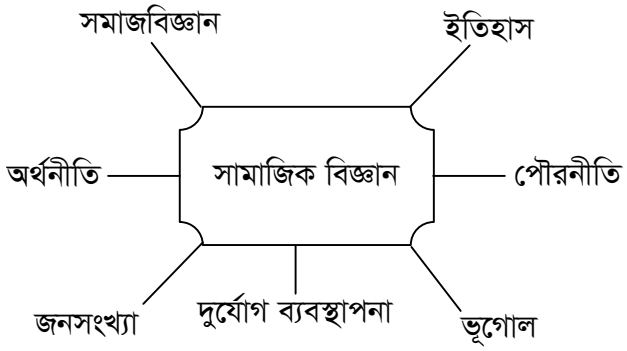

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়টি কেবল ষষ্ঠ ও নবম-দশম শ্রেণির বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের নীতিমালা

- ❖ শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে সংশ্লিষ্ট স্তরের পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা এবং এগুলোর সম্প্রসারণে সহয়তা করা।
- ❖ নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

- ❖ দেশাত্মবোধ, মানবতাবোধে উদ্দীপ্ত করা।
- ❖ আত্মকর্ম সংস্থানের দক্ষতা অর্জন।
- ❖ জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।
- ❖ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার।
- ❖ প্রত্যেক স্তরে সংশ্লিষ্ট স্তরের পরবর্তী স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে পূর্ব-প্রস্তুতি হাসিলে সাহায্য করা।

যে কোনো কার্যক্রমের কিছু না কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে। তাই প্রণীত পাঠ্যসূচির ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো চিহ্নিত করে তার যথাযথ প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে গঠনমূলক পরামর্শ প্রদানকেই পাঠ্যসূচির পর্যালোচনা বলে।

জাতীয়ভাবে শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এদেশে মাধ্যমিক স্তরে নবপ্রবর্তিত সমন্বিত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাসূচির কিছু ত্রুটি চিহ্নিত করা যায় যেমন-

এখানে বিষয় সম্পর্কে সব সময় ব্যাপক ধারণা প্রদান করা সম্ভব হয় নি। তথ্যসমূহ খুব বেশি সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। হাতে-কলমে/ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে কর্মমুখী জ্ঞানের/শিক্ষার অভাব আছে। শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশের সুযোগ এখানে কম, বরং পরীক্ষাসর্বস্ব শিক্ষাসূচির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

তাই এখানে বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে জ্ঞানের একটি ধারাবাহিক ক্রমবিন্যাস রাখতে হবে, শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ গ্রহণ করে একে যুগোপযোগী ও কর্মকেন্দ্রিক করতে হবে। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশকে মনে রেখে হাতেকলমে শিক্ষা ও বৃহত্তর সমাজকে সম্পৃক্ত করতে হবে সহজ-সরল ও সাবলীল উপস্থাপনার মাধ্যমে।

মূল্যায়ন

১। বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের পটভূমি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করুন।

২। বর্তমান শিক্ষাক্রম কাঠামোতে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে সামাজিক বিজ্ঞানের অবস্থান নিরূপণ করুন।

৩। শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের নীতিমালা উল্লেখ করুন।

৪। বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রচলিত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করুন।

ক. সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- গঃ (কাজ- ১)

১. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে সংশ্লিষ্ট স্তরের পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা এবং এগুলোর সম্প্রসারণে সহয়তা করা।
২. নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।
৩. দেশাত্ববোধ, মানবতাবোধে উদ্দীপ্ত করা।
৪. আত্মকর্মসংস্থানের দক্ষতা অর্জন।
৫. জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন।
৬. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার।
৭. প্রত্যেক স্তরে সংশ্লিষ্ট স্তরের পরবর্তী স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে পূর্বপ্রস্তুতি হাসিলে সাহায্য করা।

পর্ব- গঃ (কাজ- ২)

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের বিষয়বস্তুর সমালোচনামূলক দিকগুলোর একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো–

১. বিষয় সম্পর্কে সংকীর্ণ ধারণা
২. সংক্ষিপ্ত কলেবর
৩. সংক্ষিপ্ত তথ্যময় শিক্ষাসূচি
৪. অত্যধিক কৌতূহল মেটাতে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার গুরুত্বের অভাব
৫. গতানুগতিক ধারায় তত্ত্বীয় ধারার প্রাধান্য
৬. পরীক্ষাসর্বস্ব শিক্ষাসূচি
৭. মুখস্থ প্রবণতার প্রাধান্য
৮. বিনোদনমূলক শিক্ষার অভাব
৯. আনন্দমূলক কার্যক্রম অনুপস্থিত
১০. পারিপার্শ্বিক জ্ঞানের অভাব ও কাঙ্ক্ষিত মানের নয়
১১. মনস্তাত্ত্বিকতার অভাব।

ইউনিট- ২ **অধিবেশন- ৫**

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ: পাঠ্যপুস্তক

ভূমিকা

পুস্তক সম্পর্কে আমরা কম-বেশি সবাই জানি। সব পুস্তককেই আমরা পাঠ্যপুস্তক বলে গণ্য করতে পারি না। কিন্তু কেন? বন্ধুরা, এ কারণটিই আমরা এ পর্বে অনুসন্ধান করে বের করব। আসুন আমরা তাহলে চিন্তা করে দেখি, পাঠ্যপুস্তক কাকে বলে এবং কেন বলা হয়।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১. পাঠ্যপুস্তকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
২. সামাজিক বিজ্ঞানের ভালো পাঠ্যপুস্তকের মানদণ্ড বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
৩. সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
৪. পাঠ্য পুস্তকের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা নিরূপণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ পাঠ্যপুস্তকের সংজ্ঞা নিরূপণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন, প্রথমেই আমাদের ঘরে বা পড়ার টেবিলের বইগুলোকে লক্ষ করি এবং দুটি ভাগে সেগুলো ভাগ করি। ভাগ দুটি হলো– (১) পাঠ্যপুস্তক ও (২) পাঠ্যপুস্তক নয়। এবার চিন্তা করে দেখুন তো পাঠ্যপুস্তক এর ভাগে যে বইগুলোকে নির্ধারণ করেছেন সেগুলোকে কেন পাঠ্যপুস্তক বলে অভিহিত করছেন। কারণগুলো পর্যায়ক্রমে নিচে লিখুন।

কাজ- ১

১. নির্দিষ্ট শ্রেণিতে পড়ানো হয় বলে একে পাঠ্যপুস্তক বলে।
২. পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে প্রণীত হয় বলে।
৩. .....
.....
৪. .....
....
৫. .....
.....

এভাবে পাঠ্যপুস্তকের একটি সংজ্ঞা আপনার ডাইরীতে লিখুন। এবার নিচের অংশটি মনোযোগসহকারে পড়ুন এবং আপনার মতো করে এবার পাঠ্যপুস্তকের একটি সাধারণ সংজ্ঞা তৈরি করুন।

একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আগ্রহের দিকে লক্ষ রেখে শিখন-শিখানো কার্যক্রমকে সুপরিকল্পিত ও সহজতর করার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে প্রণীত সুবিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত পুস্তককে পাঠ্যপুস্তক বলে। এবার নিচের বক্সটিতে আপনার মত করে একটি সংজ্ঞা লিখুন।

কাজ- ১

পর্ব- খঃ ভালো পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

শিক্ষার্থী বন্ধু, মনে করুন আপনি মাধ্যমিক পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থী। নতুন শিক্ষাবর্ষের নতুন ক্লাশের জন্য আপনার অভিভাবক আপনাকে এক সেট পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকের কভার পৃষ্ঠার ছবি এবং ভালো বাধাই দেখে প্রথমে আপনি সেগুলো বেছে নিলেন। এর মধ্যে দুটির আকার, আকৃতি, বাহ্যিক চেহারা, কাগজের মান, মলাট আপনাকে বেশি আকর্ষণ করল। ফলে আপনি পুস্তক দু'টির পৃষ্ঠাসমূহ বারবার উল্টাতে লাগলেন। ভিতরে লক্ষ করলেন একটি থেকে অন্যটির ভিন্নতা। অর্থাৎ একটির মুদ্রণ ও অক্ষর ভালো, অন্যটির নামপত্র, পরিচিতি আলাদা পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। একটিতে সূচিপত্র, সারাংশ ও পরিভাষা দেওয়া আছে, অন্যটিতে দেওয়া আছে অনুশীলনী, পরিশিষ্ট ও শুদ্ধিপত্র। ফলে সবগুলো পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে এ দুটি আপনার খুব পছন্দ হলো।

কিছুদিন ক্লাশ করার পর পুস্তকগুলোর সহায়তায় পাঠ তৈরি করতে গিয়ে দেখলেন আপনার পছন্দনীয় পুস্তক দুটিতে পরিকল্পনা, বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা, নির্বাচন, সংগঠন, উপস্থাপন, ভাষার এবং ভাষাগত বিষয়ে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। কিন্তু যে সকল পুস্তক প্রথমে পছন্দ হয়নি সেগুলোতে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ভালো না হলেও লিখনগত বৈশিষ্ট্য এবং পাঠ করার জন্য সহায়ক বৈশিষ্ট্যসমূহ ভালো। যার ফলে শিক্ষাবর্ষের দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আপনার পছন্দের পরিবর্তন হলো।

ভৌত বা কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য		পঠন ও লিখন বৈশিষ্ট্য		
যান্ত্রিক	**আঙ্গিক**	**বিষয়বস্তু**	**অনুশীলনী**	**অলংকরণ**
আকার	প্রচ্ছদ	পরিকল্পনা নির্বাচন	পরিকল্পনা	সুস্পষ্টতা
আকৃতি	নামপত্র	সংগঠন উপস্থাপন	সংগঠন	আকর্ষণীয়তা
মুদ্রণ	পরিচিতি	অভিব্যক্তি(এপ্রোচ)	প্রশ্নের বৈচিত্র্য	যথার্থতা
অক্ষর	অন্তঃপৃষ্ঠা	যথার্থতা সর্বশেষ	পর্যাপ্ততা	কার্যকারিতা
কাগজ	সারাংশ	তথ্য সমৃদ্ধি ভাষার	ব্যবহারযোগ্যতা	পর্যাপ্ততা
বাঁধাই	পরিভাষা	সহজবোধ্যতা	উদ্দেশ্যানুগতা	উপযোগিতা
মলাট	অনুশীলনী	বিষয়বস্তুতে	নির্ভরযোগ্যতা	
বাহ্য	পরিশিষ্ট	শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও		
চেহারা	শুদ্ধিপত্র	উদ্দেশ্যের প্রতিফলন		
	সূচিপত্র			

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা চিন্তা করে দেখব কোন ধরনের পাঠ্যপুস্তককে আদর্শ/ভাল পাঠ্যপুস্তক বলা যায়। কী গুণাবলি থাকলে একটি পাঠ্যপুস্তককে ভালো বলে আমাদের মনে হতো তা একটু স্মরণ করার চেষ্টা করি এবং চিন্তা-ভাবনা করে নিচে তার একটি তালিকা তৈরি করি।

কাজ- ৩

ভৌত বা কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য	পঠন ও লিখন বৈশিষ্ট্য
১। আকার ও আকৃতি	১। পরিকল্পনা
২। বাহ্যিক চেহারা	২। ভাষার সহজবোধতা
৩।	৩। .....
৪।	৪। .....
৫।	৫। .....
৬।	৬। .....
৭।	৭। .....

পর্ব- গঃ সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এ পর্বে আমরা অষ্টম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকটি হাতে নিয়ে এতে লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী ২/৩ টি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করি। এ পর্বে আমাদের লক্ষ্য হলো নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ সংক্রান্ত ধারণা অর্জন করা।

অষ্টম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

শিক্ষার্থী বন্ধু, আসুন আমরা প্রথমেই জেনে নেই শিক্ষাক্রমে বর্ণিত সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের লেখকের জন্য নির্দেশনা কেমন হওয়া উচিত। এ দিকটির প্রতি দৃষ্টি দিয়েই নিচে দুটি পর্যায়ে নির্দেশনার দিকগুলো বর্ণনা করা হলো। যেমন-

সাধারণ নির্দেশনা

- বিষয়বস্তু চয়নকালে সামাজিক বিজ্ঞান পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং শিখনফলের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকে বাংলা চলিত রীতি ব্যবহার করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের ভাষা শ্রেণি-উপযোগী ও সহজবোধ্য হতে হবে।
- বিষয়বস্তু উপস্থাপনে প্রয়োজনীয় ছবি, চিত্র ও সারণি সন্নিবেশ করতে হবে।
- বিষয়বস্তু বিন্যাস সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানা এবং মূর্ত থেকে বিমূর্ত রীতি অনুসরণ করতে হবে।
- প্রত্যেক অধ্যায় শেষে রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত উত্তর ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকবে।
- মানচিত্র অঙ্কন, তালিকা ও সারণি প্রস্তুতের প্রশ্ন থাকবে। পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশ অংশ অধিক গুরুত্ব পাবে।
- পুস্তকটি অনূর্ধ্ব ২৫০ পৃষ্ঠা হবে।

বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা

- সমাজবিজ্ঞান অংশ রচনার ক্ষেত্রে প্রতিটি আলোচনা উদাহরণ ও ছবিসহ হতে হবে।
- মানব সভ্যতার বিকাশের বিভিন্ন স্তরসমূহের ধারাবাহিক চিত্র যাতে ফুটে ওঠে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- ইতিহাস অংশ রচনার ক্ষেত্রে মানুষের কৃতিত্বের পরিচয় প্রাধান্য পাবে। যে কয়জন রাজার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের কৃতিত্ব সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।
- ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ধারণা দিতে হবে।

শিক্ষার্থী বন্ধু, এবার পূর্ববর্তী স্তরের ভালো পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য ও উপরে বর্ণিত লেখকের জন্য নির্দেশনাসমূহ ভালোভাবে পাঠ করুন। অধিবেশন ৩-এর মূল শিখনীয় বিষয়ে বর্ণিত অষ্টম শ্রেণির বিষয়বস্তু অথবা অষ্টম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম থেকে বিষয়বস্তু অংশ পাঠ করুন। অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক থেকে নিম্নে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বের করে লিখুন। নিচের

ছকে অধ্যায়ভিত্তিক একটি উদাহরণ দেওয়া আছে তা অনুসরণ করতে পারেন। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত মন্তব্য থাকলে তাও উল্লেখ করুন এবং সবশেষে সার্বিক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করুন।

পর্ব- ঘঃ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা নিরূপণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আগের পর্বসমূহের ধারণা হতে আমরা এবার এ পর্বে অষ্টম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা কতখানি তা নির্ণয়ের চেষ্টা করব। একটু চিন্তা করে নিচের ছকের প্রথম কলামে বর্ণিত পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যের সাথে একমত হলে 'একমত' লিখিত কলামে এবং একমত না হলে 'একমত নই' লিখিত কলামে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

কাজ- ৪

পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য	একমত	একমত নই
আকার, আকৃতি ও পৃষ্ঠা সংখ্যা শ্রেণি-উপযোগী		
মলাট ও ভিতরের কাগজের মান ভালো		
বাঁধাই স্থায়িত্বের দিক থেকে উপযোগী		
প্রচ্ছদ প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয়		
সূচিপত্র সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট		
বিষয়বস্তুতে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন যথাযথ		
বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা ও সংগঠন যথাযথ		
বিষয়বস্তু উপস্থাপন প্রাসঙ্গিক ও শ্রেণি-উপযোগী		
বিষয়বস্তুতে সর্বশেষ তথ্যের সংযোজন করা হয়েছে		
ভাষা সহজ, সরল ও সহজবোধ্য		
প্রয়োজনীয় চিত্র, ছবি, মানচিত্র, সারণি ব্যবহার করা হয়েছে		
অনুশীলনীতে সংযোজিত প্রশ্নের পরিকল্পনা ও সংগঠন উপযুক্ত		
অনুশীলনীতে সংযোজিত প্রশ্নের সংখ্যা পর্যাপ্ত এবং বিচিত্রতা রয়েছে		
প্রশ্নসমূহ শিখনফলের সাথে সংগতিপূর্ণ		

ইউনিট- ২ **অধিবেশন- ৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

পাঠ্যপুস্তকের সংজ্ঞা

একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আগ্রহের দিকে লক্ষ রেখে শিখন-শিখানো কার্যক্রমকে সুপরিকল্পিত ও সহজতর করার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে প্রণীত সুবিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত পুস্তককে পাঠ্যপুস্তক বলে।

ভালো পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

ভৌত বা কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য		পঠন ও লিখনগত বৈশিষ্ট্য		
যান্ত্রিক	**আঙ্গিক**	**বিষয়বস্তু**	**অনুশীলনী**	**অলংকরণ**
আকার আকৃতি মুদ্রণ অক্ষর কাগজ বাঁধাই মলাট বাহ্য চেহারা	প্রচ্ছদ নামপত্র পরিচিতি অন্তঃপৃষ্ঠা সারাংশ পরিভাষা অনুশীলনী পরিশিষ্ট শুদ্ধিপত্র সূচিপত্র	পরিকল্পনা নির্বাচন সংগঠন উপস্থাপন অভিব্যক্তি(এপ্রোচ) যথার্থতা সর্বশেষ তথ্য সমৃদ্ধি ভাষার সহজবোধ্যতা বিষয়বস্তুতে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন	পরিকল্পনা সংগঠন প্রশ্নের বিচিত্রতা পর্যাপ্ততা ব্যবহারযোগ্যতা উদ্দেশ্যানুগতা নির্ভরযোগ্যতা	সুস্পষ্টতা আকর্ষণীয়তা যথার্থতা কার্যকারিতা পর্যাপ্ততা উপযোগিতা

শিক্ষাক্রমে বর্ণিত সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের লেখকের জন্য নির্দেশনা

সাধারণ নির্দেশনাঃ

- বিষয়বস্তু চয়নকালে সামাজিক বিজ্ঞান পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং শিখনফলের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকে বাংলা চলিত রীতি ব্যবহার করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের ভাষা শ্রেণি-উপযোগী ও সহজবোধ্য হতে হবে।
- বিষয়বস্তু উপস্থাপনে প্রয়োজনীয় ছবি, চিত্র ও সারণি সন্নিবেশ করতে হবে।
- বিষয়বস্তু বিন্যাস সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানা এবং মূর্ত থেকে বিমূর্ত রীতি অনুসরণ করতে হবে।

- প্রত্যেক অধ্যায় শেষে রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত উত্তর ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকবে।
- মানচিত্র অঙ্কন, তালিকা ও সারণি প্রস্তুতের প্রশ্ন থাকবে। পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশ অংশ অধিক গুরুত্ব পাবে।
- পুস্তকটি অনূর্ধ ২৫০ পৃষ্ঠা হবে।

বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা

- সমাজবিজ্ঞান অংশ রচনার ক্ষেত্রে প্রতিটি আলোচনা উদাহরণ ও ছবিসহ হতে হবে।
- মানব সভ্যতার বিকাশের বিভিন্ন স্তরসমূহের ধারাবাহিক চিত্র যাতে ফুটে ওঠে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- ইতিহাস অংশ রচনার ক্ষেত্রে মানুষের কৃতিত্বের পরিচয় প্রাধান্য পাবে। যে কয়জন রাজার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের কৃতিত্ব সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।
- ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ধারণা দিতে হবে।

মূল্যায়ন

১। পাঠ্যপুস্তক কাকে বলে?

২। সামাজিক বিজ্ঞানের উত্তম পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

৩। অষ্টম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে এর উন্নয়নে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পব- ক: কাজ- ১, ২, ৩ ও ৪

কাজ: আসুন নিজে করি এবং পরে মূল শিখনীয় বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে আমাদের ধারণাকে সমৃদ্ধ করি।

ইউনিট- ২ **অধিবেশন- ৬**

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ: পরীক্ষার প্রশ্ন

ভূমিকা

শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব ও শিখন অগ্রগতি পরিমাপে পরীক্ষা ও প্রশ্ন– এ দুটি শব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে অনুধাবন করেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় এগুলোকে উত্তম পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কাজেই পরীক্ষা ও প্রশ্ন সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয় শ্রেণির যথার্থ ধারণা থাকা আবশ্যক। এ পর্বে পরীক্ষার প্রশ্ন সম্পর্কে জানাই আমাদের লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পরীক্ষা ও প্রশ্ন কী তা বলতে পারবেন।
- পরীক্ষার উত্তম প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- পরীক্ষার প্রশ্নের উপযোগিতা নির্ণয় করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ পরীক্ষা ও প্রশ্নের ধারণা স্পষ্টকরণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন সম্পর্কে জানাই আমাদের এই পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো বিষয়ে একজন বা একদল শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করা হয় তাকে পরীক্ষা বলে। পরীক্ষা হচ্ছে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়নের ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া জানা যায়। এটি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যকর পদ্ধতি। পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত উপকরণ বা হাতিয়ারই হচ্ছে প্রশ্ন। অন্যকথায় বলা যায়, যে উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, কৃতিত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপ করা হয় তাই প্রশ্ন। এরকম পরিকল্পিত একগুচ্ছ প্রশ্নকে বলা হয় অভীক্ষা।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার পরীক্ষা ও প্রশ্ন বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন।

কাজ- ১

১. পরীক্ষা কাকে বলে?
২. প্রশ্ন কাকে বলে?
৩. প্রশ্নের মাধ্যমে কী কী জানা যায়?
৪. অভীক্ষা কাকে বলে?

পরীক্ষা ও প্রশ্নের মাধ্যমে যে কেবল শিক্ষার্থীদের উপকার হয় তা নয়। শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যেমন পরিমাপ করা যায় তেমনি নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষকের ভূমিকাও পরিমাপ করা যায়। তাছাড়া শিক্ষার্থীর কোন বিষয়ে দুর্বলতা থাকলে তাও চিহ্নিত করা যায় এবং তার বিশেষ প্রবণতা ও পরিমাপ করা যায়। তাতে করে অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের প্রতি যত্নশীল হতে পারেন। সর্বোপরি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নির্ধারণ করা সম্ভব হয় পরীক্ষা ও প্রশ্নের মাধ্যমে।

শিক্ষার্থীবৃন্দ নিচের ছকে পরীক্ষার প্রশ্নের উপকারিতা কী কী হতে পারে ভেবেচিন্তে এবার একটি তালিকা তৈরি করুন।

কাজ- ২

১. শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করা যায়।
২. শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করা যায়।
৩.
৪.
৫.
৬.

পর্ব- খঃ পরীক্ষার উত্তম প্রশ্নপত্রের বৈশিষ্ট্য

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা আগের পর্বে জেনেছি যে, পরীক্ষার প্রশ্ন শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি নির্ণয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শুধু তাই নয় এটা শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু যেকোন প্রশ্নের মাধ্যমে এই পরিমাপ ও মূল্যায়নের কাজ যথার্থ হবে না। সেজন্য

দরকার উত্তম প্রশ্নপত্র। উত্তম প্রশ্নপত্রের যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরি সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, প্রয়োগশীলতা ইত্যাদি।

নিচের ছকের প্রথম কলামে উত্তম প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা আছে। দ্বিতীয় কলামে তার ব্যাখ্যা প্রদান করুন

কাজ- ৩

উত্তম প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য	**ব্যাখ্যা**
যথার্থতা	
নির্ভরযোগ্যতা	
নৈর্ব্যক্তিকতা	
আদর্শায়ন	
পরিমিততা	
মান নির্ণনের সরলতা	
প্রয়োগশীলতা	

পর্ব- গঃ পরীক্ষার প্রশ্নের উপযোগিতা নিরূপণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা উত্তম প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইতোপূর্বে জেনেছি। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে একটি পশ্নপত্র কতটুকু উপযুক্ত হয়েছে তা কিভাবে জানব? যেকোন প্রশ্নপত্রের উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট কতকগুলো বিষয়ে নজর রাখতে হবে। যেমন প্রশ্নপত্রটি পাঠ্য বিষয়ের আলোকে প্রণীত হয়েছে কিনা, প্রশ্নের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট কিনা, প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী সময় ঠিক আছে কিনা, ভাষা সহজবোধ্য কিনা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, নিচে একটি ছক প্রদত্ত হলো প্রশ্নের উপযোগিতা নিরূপনের জন্য। আসুন এবার ছকটি পূরণ করা যাক।

নিচের ছকের প্রথম কলামে উল্লিখিত বিবৃতসমূহের সাথে আপনার প্রাপ্ত প্রশ্নপত্রটি কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা টিক চিহ্ন (✓) দিয়ে নির্ধারণ করুন।

কাজ- ৪

বিবৃতি	সামঞ্জস্যপূর্ণ	সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়	ভিন্ন মন্তব্য থাকলে এই কলামে লিখুন বা আলাদা জায়গায় লিখুন
পাঠ্য বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত			
প্রশ্নের উদ্দেশ্য স্পষ্ট			
কী পরিমাপ করতে চাওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট			
প্রশ্নের ভাষা শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারে			
নির্দেশনামূলক ভাষা সম্পূর্ণ এবং সহজবোধ্য			
প্রশ্নের উত্তরের জন্য সময় নির্ধারিত			
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব			
নির্ধারিত সময় উত্তরদানের জন্য বেশি			
প্রতিটি প্রশ্নের মান নির্ধারিত			
প্রশ্নের মান নির্ধারণ উত্তরের কাঠিন্য অনুযায়ী যুক্তিযুক্ত			
সহজ থেকে কঠিন ক্রমানুসারে প্রশ্নগুলো সাজানো			
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি কী উত্তরের ইঙ্গিত বহন করছে			
পাঠ্যসূচির অধিকাংশ এলাকা থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে			
অধিকাংশ প্রশ্ন জ্ঞান স্তর থেকে করা হয়েছে			

ইউনিট- ২ **অধিবেশন- ৬**

মূল শিখনীয় বিষয়

পরীক্ষা ও প্রশ্ন

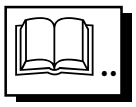

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো বিষয়ে একজন বা একদল শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা শিখন-অগ্রগতি পরিমাপ করা হয় তাকে পরীক্ষা বলে। এখানে কৃতিত্ব বলতে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝানো হয়েছে।

পরীক্ষা হচ্ছে শিক্ষার্থীর নির্ধারিত পাঠ্যসূচি মূল্যায়নের ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া জানা যায়। এটি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সার্থকতা বাস্তবায়নের অন্যতম পদ্ধতি।

পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত উপকরণ বা হাতিয়ারই হচ্ছে প্রশ্ন। অন্যকথায় বলা যায়, যে উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, কৃতিত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপ করা হয়, তা-ই প্রশ্ন। এরকম পরিকল্পিত একগুচ্ছ প্রশ্নকে বলা হয় অভীক্ষা।

পরীক্ষার প্রশ্নের উপকারিতা

পরীক্ষা হলো শিক্ষার্থীর শিখন-অগ্রগতি পরিমাপের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া বা মাধ্যম। অন্যভাবে বলা যায় যে, এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সঠিক মূল্যায়ন সম্ভবপর হয়। আর প্রশ্ন হচ্ছে সেই প্রক্রিয়ার হাতিয়ার। পরীক্ষা নামক প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়নের উপায় বা উপকরণ হচ্ছে প্রশ্ন। কাজেই পরীক্ষা ও প্রশ্ন হচ্ছে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

- শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ের শিখন-অগ্রগতি জানা যায়।
- নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনে বিদ্যালয় এবং শিক্ষকের ভূমিকা পরিমাপ করা যায়।
- কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা দূরীভূত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।
- শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রবণতা পরিমাপ করা যায়।
- নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর শিখনফল পরিমাপ করা যায়।
- শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদানে সহায়তা করে।
- শিক্ষার্থী পরবর্তী পর্যায়ে পড়া লিখার যোগ্য কিনা তা নির্ধারণে সহায়তা করে।
- সবল এবং দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করা যায়।
- অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের শিখন অগ্রগতি জানতে পারেন।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নির্ধারণ করা যায়।

উত্তম প্রশ্নপত্রের বৈশিষ্ট্য

১. **যথার্থতা:** যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য তৈরি করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে কত সঠিকভাবে সে গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করে তার মাত্রাই হলো যথার্থতা।

২. **নির্ভরযোগ্যতা:** নির্ভরযোগ্যতা বলতে বোঝায় তার পরিমাপ কতটা নির্ভুল বা নিখুঁত অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ পরিমাপ করার জন্য প্রশ্নপত্রটি গঠিত কতটা সংগতির সাথে সে বৈশিষ্ট্য বা গুণ পরিমাপ করে। পরীক্ষার উত্তরপত্রের মান যদি বিভিন্ন পরীক্ষকের নিকট বিভিন্ন রকম না হয়ে একই রকম হয় তাহলে প্রশ্নপত্রটি শিক্ষার্থীর ওপর নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের ব্যবধানে প্রয়োগ করে, অথবা একই প্রশ্নপত্র একই ধরনের মানসম্পন্ন শিক্ষার্থীর ওপর বিভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করে যদি অনুরূপ ফল পাওয়া যায় তবে তাকে নির্ভরযোগ্য বলা যাবে।

৩. **নৈর্ব্যক্তিকতা:** প্রশ্নপত্র বা অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বলতে বোঝায় তার গঠন, প্রয়োগ, নম্বর প্রদান বা ফলাফলের ব্যাখ্যায় অভীক্ষকের কোন নিজস্ব প্রভাব থাকবে না।

৪. **আদর্শায়ন:** কোনো প্রশ্নপত্র বা অভীক্ষার গঠন, প্রয়োগ ও স্কোরিং পদ্ধতির মধ্যে সংগতি ও সামঞ্জস্য বিধানে যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে বলা হয় অভীক্ষার আদর্শায়ন।

৫. **পরিমিততা:** প্রশ্নপত্র বা অভীক্ষার পরিমিততা বলতে বোঝায় তার রচনা, প্রয়োগ, মূল্যায়ন ইত্যাদি ব্যাপারে যতটা সম্ভব কম সময়, অর্থ ও পরিশ্রম।

৬. **মান নির্ণয়ের সরলতা:** প্রশ্নপত্রের মান নির্ণয়ের পদ্ধতি সহজ ও সরল হলে শিক্ষক তথা পরীক্ষক তা বেশি পছন্দ করে।

৭. **প্রয়োগশীলতা:** এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কারিগরি সংগঠন যেমন: কাগজ উন্নত মানের ও সঠিক রঙের হওয়া দরকার। লেখা, গ্রাফ, চিত্র সুস্পষ্ট হওয়া দরকার।

মূল্যায়ন

১। পরীক্ষা ও প্রশ্ন বলতে কী বোঝায়?

২। পরীক্ষার প্রশ্নের উপকারিতা চিহ্নিত করুন।

৩। উত্তম প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- কঃ কাজ- ১

১। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো বিষয়ে একজন বা একদল শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করা হয় তাকে পরীক্ষা বলে।

২। যে উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, কৃতিত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপ করা হয় তা-ই প্রশ্ন।

৩। পরিকল্পিত একগুচ্ছ প্রশ্নকে বলা হয় অভীক্ষা।

ইউনিট- ২ **অধিবেশন- ৭**

সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় কাঠামো: লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফল

ভূমিকা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে (৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি) সামাজিক বিজ্ঞানের একটি বিষয় কাঠামো রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের ষষ্ঠ শ্রেণির বিষয় কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে– সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় কাঠামোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৬ষ্ঠ শ্রেণির মতো বিষয়গুলো। তবে নবম এবং দশম শ্রেণিতে সামাজিক বিজ্ঞানে অর্থনীতি, পৌরনীতি, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে আলাদাভাবেও শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় কাঠামো বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপনের কতকগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হলেই কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণত লক্ষ্য থেকেই উদ্দেশ্যের সৃষ্টি হয়। শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে থাকে ব্যাপক ও বিস্তৃত, কিন্তু উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সুনির্দিষ্ট। উদ্দেশ্যকে আবার সাধারণ ও বিশেষ বা আচরণিক উদ্দেশ্যে ভাগ করা যেতে পারে। শিখন উদ্দেশ্যগুলোকে বেঞ্জামিন ব্লুম কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। বর্তমান অধিবেশনে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল এবং বেঞ্জামিন ব্লুমের শিখন উদ্দেশ্যের শ্রেণিকরণ ও প্রয়োগ সম্পর্কে জানা যাবে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফল বলতে কী বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সাধারণ উদ্দেশ্য ও শিখনফল চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিখনফল সম্পৃক্ত করতে পারবেন।
- শিখনফল সংক্রান্ত বেঞ্জামিন ব্লুমের শিক্ষার উদ্দেশ্যের শ্রেণিকরণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রমে লিখিত সামাজিক বিজ্ঞানের শিখনফলসমূহ বেঞ্জামিন ব্লুমের শ্রেণিকরণ অনুযায়ী সাজাতে পারবেন।
- সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফলের অর্থ ও ধারণা

শিক্ষার্থীবৃন্দ, লক্ষ্য হল একটি আদর্শগত বিমূর্ত বাক্য বা বিবৃতি। এর মধ্যে দার্শনিক বিশেষত্ব প্রতিফলিত হয়। এতে সুস্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন প্রকাশ না করে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যত আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। শিক্ষার লক্ষ্য এর স্তরভিত্তিক হয়ে থাকে। অন্যদিকে উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল্যায়ন বিচারের বিবৃতি। লক্ষ্য যেখানে শিক্ষার সাধারণ দিক নির্দেশনা দেয় সাধারণ উদ্দেশ্য সেখানে গন্তব্যস্থল বর্ণনা করে।

পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা এমন কিছু জানতে, করতে ও অনুভব করতে সক্ষম হবে যা পাঠের শুরুতে তাদের জানা ছিল না, করতে পারতো না এবং অনুভব করতে পারত না যে বিবৃতির মাধ্যমে এগুলো প্রকাশ করা যায় তাকে শিখনফল বলে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরের আলোচনার আলোকে আপনারা নিচের বিবৃতিসমূহের মধ্য থেকে সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চিহ্নিত করুন।

বিবৃতি	মন্তব্য
১. ব্যক্তি জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।	লক্ষ্য
২. সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।	সাধারণ উদ্দেশ্য
৩. সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৃত্তিমূলক বিকাশ সাধিত হবে।	
৪. রাষ্ট্রের গঠন ও আধুনিক কার্যাবলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।	

পর্ব- খঃ সাধারণ উদ্দেশ্য ও শিখনফল চিহ্নিতকরণ

শিক্ষার্থীগণ নিচে প্রদত্ত বিবৃতিসমূহের মধ্যে কোনটি সাধারণ উদ্দেশ্য এবং কোনটি শিখনফল তা ডানপাশে ফাঁকা ঘরে লিখুন। একটি উদাহরণ দেওয়া আছে।

বিবৃতি	মন্তব্য
সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবে।	শিখনফল
সম্পদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।	
বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণসমূহ বলতে পারবে।	
বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা অর্জনে উদ্বুদ্ধ হওয়া।	
সৌরজগতের গ্রহগুলোর নাম উল্লেখপূর্বক গ্রহগুলোর বিবরণ দিতে পারবে।	

বিবৃতি	মন্তব্য
জাতীয় চেতনাবোধ, ঐতিহ্য, আদর্শ ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়া।	
বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবে।	
বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণসমূহ বলতে পারবে।	
সমাজ জীবনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	
নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	
সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।	
নাগরিকতা লাভের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।	
রাষ্ট্রের গঠন ও আধুনিক কার্যাবলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া।	
ভূত্বক কাকে বলে বলতে পারবে।	
বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে প্রধানত নীল চাষ হতো তা বলতে পারবে।	
বাংলাদেশের জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।	
বাংলাদেশের অবস্থান বলতে পারবে।	
সামাজিকীকরণের উপাদান উল্লেখ করতে পারবে।	
লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবে।	
ভূপৃষ্ঠের গঠন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।	

পর্ব- গঃ সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যের সাথে শিখনফল সম্পৃক্তকরণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও শিখনফল লেখার ক্ষেত্রে কতকগুলো বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। সংক্ষেপে বিষয়গুলো হলো:

- সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল বিশেষ শিখনফল এমনভাবে লিখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা যে প্রান্তিক শিখণ আচরণ প্রদর্শন করবে এতে তার বর্ণনা থাকবে।
- এমন ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হবে যা শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা সুনির্দিষ্ট করে।
- শিখনফল যেন সাধারণ উদ্দেশ্যের প্রাসঙ্গিক হয়।
- প্রতিটি শিখনফল শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার ভিত্তিতে হবে।
- একটি শিখনফল শুধু একধরনের আচরণ নিয়ে গঠিত হবে।
- শিখনফল লেখার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ শব্দ ব্যবহার করতে হবে যা পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণ নির্দেশ করবে। যেমন:
- বিবৃত করতে পারা, বর্ণনা করতে পারা, ব্যাখ্যা করতে পারা, তালিকা করতে পারা, মূল্যায়ন করতে পারা, পার্থক্য করতে পারা, বিশ্লেষণ করতে পারা, সারমর্ম তৈরি করতে পারা, তুলনা

করতে পারা, উদাহরণ দিতে পারা, সংজ্ঞা দিতে পারা, সমাধান করতে পারা, সৃষ্টি করতে পারা, প্রদর্শন করতে পারা, প্রয়োগ করতে পারা, মূল্য যাচাই করতে পারা, একত্রিত করতে পারা ইত্যাদি।

- পরোক্ষ শব্দ পরিহার করতে হবে।

সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকটি দশটি অধ্যায় এবং অনেকগুলো অনুচ্ছেদ নিয়ে গঠিত। নিচে সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও শিখনফলসমূহ এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। বক্সের উদাহরণ অনুসরণ করে প্রতিটি উদ্দেশ্যের সাথে দুটি করে শিখনফল সম্পৃক্ত করুন।

উদাহরণঃ

উদ্দেশ্যঃ	**সম্পৃক্ত শিখনফলঃ**
সমাজের বিভিন্ন পরিবেশে মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডের বিভিন্নতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।	▪ পরিবেশের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে। ▪ সমাজের বিভিন্ন পরিবেশে মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার ও মানুষের কর্মকাণ্ডের বিভিন্নতা বর্ণনা করতে পারবে। --- ---

পর্ব- ঘঃ সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীবৃন্দ, এ পর্বে সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও শিখনফল নিয়ে আলোচনা করব। সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যগুলো হলো:

১. সমাজের বিভিন্ন পরিবেশে মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডের বিভিন্নতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা;
২. বিভিন্ন প্রকার পরিবারের গঠন ও কার্যাবলি, প্রথা ও প্রচলিত রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া;
৩. মানব সমাজে ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া;
৪. মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও কৃতিত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া;
৫. মধ্যযুগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও কৃতিত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;
৬. রাষ্ট্রের উপাদান ও কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;

৭. নাগরিকতা অর্জনের উপায়, সুনাগরিকের গুণাবলি এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া;
৮. বিভিন্ন প্রকার সরকার এবং সরকারের অঙ্গসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;
৯. চাহিদা, যোগান ও উৎপাদন; অর্থনীতির এ তিনটি মৌল বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;
১০. বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ, খাদ্য শস্য, অর্থকরী ফসল, পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া;
১১. আফ্রিকা মহাদেশের অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, হ্রদ, নদী, জলবায়ু, উদ্ভিদ, প্রাণী, খনিজ সম্পদ, প্রধান শহর ও বন্দর এবং মানচিত্র সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করা;
১২. অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের অবস্থান, আয়তন, জনসংখ্যা, ভূপ্রকৃতি, প্রধান নদী, জলবায়ু, সম্পদ, প্রধান শহর, বন্দর এবং মানচিত্র সম্পর্কে পরিচিত হওয়া;
১৩. বাংলাদেশ ও বিশ্বের জনসংখ্যা পরিস্থিতি ও উদ্ভূত সমস্যা এবং এর সমাধানের উপায় সম্পর্কে সচেতন হওয়া;
১৪. ঐতিহ্যবোধ, দেশাত্মবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের শিখন ফল

- মানব সমাজে ধর্মের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্ট ধর্মমতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে।
- মধ্যযুগে বাংলাদেশে মুসলিম শাসকদের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবে।
- বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ ও কৃষিজ সম্পদের বর্ণনা দিতে পারবে।
- বাংলাদেশসহ বিশ্বের জনসংখ্যা পরিস্থিতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিধারা বর্ণনা করতে পারবে।
- সামাজিক প্রথা ও প্রচলিত রীতিনীতির বর্ণনা দিতে পারবে।
- মমত্ববোধ ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে এবং অপরের কাজে সহযোগিতা করবে।
- মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল শাসন ও শূর শাসনের বিবরণ দিতে পারবে।
- রাষ্ট্রের উপাদান ও কার্যাবলি চিহ্নিত করতে পারবে।
- অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে চাহিদা, যোগান ও উৎপাদন ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পরিবেশের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকার পরিবারের গঠন ও কার্যাবলি এবং প্রচলিত রীতিনীতি বর্ণনা করতে পারবে।
- মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশে তুর্কী, খিলজী ও তুঘলক শাসনের বর্ণনা দিতে পারবে।
- সুনাগরিকের গুণাবলি, অধিকার ও কর্তব্যের তালিকা প্রণয়ন করতে পারবে।
- নাগরিক হিসেবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তৎপর হবে।
- আফ্রিকা মহাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় দিতে পারবে। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে।

- মধ্যযুগে বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারবে।
- বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা, সমস্যার কারণ ও সমস্যা সমাধানের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।
- মধ্যযুগে বাংলাদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার বিবরণ, মুঘল শাসকদের কৃতিত্ব ও নিজস্ব ঐতিহ্যের পরিচয় দিতে পারবে।
- সমাজের বিভিন্ন পরিবেশে মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার ও মানুষের কর্মকাণ্ডের বিভিন্নতা বর্ণনা করতে পারবে।
- মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের পর্যায়ভিত্তিক বিবরণ দিতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকার সরকার এবং সরকারের অঙ্গসমূহের পরিচয় দিতে পারবে।
- বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে পারবে।

পর্ব- ঙঃ বেঞ্জামিন ব্লুমের শিক্ষার উদ্দেশ্যের শ্রেণিকরণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঞ্জামিন এস. ব্লুমের নেতৃত্বে একদল গবেষক ঊনিশশত পঞ্চাশের দশকে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। যেমন-

ক. **জ্ঞানগত ক্ষেত্রঃ** জ্ঞানের স্মরণ বা চেনা বা শনাক্তকরণ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য ও দক্ষতার বিকাশ জ্ঞানগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। যেমন-পরিবারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারা।

খ. **অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রঃ** এই ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলো শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোভাব, প্রশংসা ও অভিযোজন সংক্রান্ত আচরণ প্রকাশ করে। যেমন- কোন একটি অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণে যে শিক্ষার্থী আগ্রহ প্রকাশ করবে তা তার অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের প্রকাশ। সে কাজটি সুন্দরভাবে করতে পারলে তার জ্ঞানগত দক্ষতার প্রমাণ মেলে।

গ. **মনোপেশীজ ক্ষেত্রঃ** শিক্ষার্থীর যেসব আচরণ পেশীজ ক্রিয়া বা কর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং যার জন্য স্নায়ু ও পেশীর সমন্বয় প্রয়োজন তাদেরকে মনোপেশীজ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন- বাংলাদেশ বা কোন মহাদেশের একটি মানচিত্র অংকন করতে পারা।

পর্ব- চঃ শিক্ষাক্রমে লিখিত সামাজিক বিজ্ঞানের শিখনফলসমূহ বেঞ্জামিন ব্লুমের শ্রেণিকরণ অনুযায়ী সাজানো

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, বেঞ্জামিন ব্লুমের শ্রেণিকরণ অনুযায়ী আপনারা শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহের শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছেন। এবার আপনার অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিম্নে উল্লিখিত শিখনফলসমূহের মধ্যে কোনটি জ্ঞানগত, কোনটি অনুভূতিমূলক, কোনটি মনোপেশীজ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত তা ডান পার্শ্বের নির্ধারিত খালি ঘরে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করুন। অন্য কোনো মতামত থাকলে মন্তব্যের ঘরে তারকা চিহ্ন (*) দিয়ে নিচের খালি জায়গায় মন্তব্য লিখুন। নিম্নে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	শিখন ফল	জ্ঞান-গত	অনুভূতি-মূলক	মনো-পেশীজ	মন্তব্য
০১	মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তন ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারবে	√			
০২	সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে				
০৩	এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক তথ্যের উল্লেখ করতে পারবে				
০৪	বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করতে পারবে			√	
০৫	আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে		√		
০৬	নিজ দেশকে ভালোবাসবে				
০৭	বিভিন্ন প্রকার পরিবারের গঠন ও কার্যাবলি এবং প্রচলিত রীতিনীতি বর্ণনা করতে পারবে				
০৮	অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় দিতে পারবে				
০৯	বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে				
১০	রাষ্ট্রের উপাদান ও কার্যাবলি চিহ্নিত করতে পারবে				
১১	অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে চাহিদা, যোগান ও উৎপাদন ব্যাখ্যা করতে পারবে				
১২	চাহিদা রেখা এঁকে বিশ্লেষণ করতে পারবে				
১৩	আফ্রিকা মহাদেশের মানচিত্র আঁকতে পারবে				
১৪	বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থার শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে				
১৫	বিভিন্ন প্রকার সংবিধান ও বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলির তালিকা				

ক্রমিক নং	শিখন ফল	জ্ঞান-গত	অনুভূতি-মূলক	মনো-পেশীজ	মন্তব্য
	করতে পারবে				
১৬	সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে আগ্রহ প্রকাশ করবে				
১৭	সাংবিধানিক নিয়মাবলি মেনে চলবে				
১৮	আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবে				
১৯	বাংলায় পর্তুগিজদের অবদান বর্ণনা করতে পারবে				
২০	সমাজের গতিশীলতা বর্ণনা করতে পারবে				
২১	মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে				
২২	কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে				
২৩	বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন ও মানচিত্রে বিভিন্ন স্থান, নদী, প্রসিদ্ধ শহর, বন্দর চিহ্নিত করতে পারবে				

ইউনিট- ২ **অধিবেশন- ৭**

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষার লক্ষ্য: লক্ষ্য হল একটি আদর্শগত বিমূর্ত বাক্য বা বিবৃতি। এর মধ্যে দার্শনিক বিশেষত্ব প্রতিফলিত হয়। সুস্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন প্রকাশ না করে এতে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যত আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া থাকে। এটি শিক্ষার স্তরভিত্তিক হয়ে থাকে। যেমন:

- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদনক্ষম, সৃজনশীল করে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, দায়িত্ববান এবং কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।
- ব্যাক্তি ও সামাজিক জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল্যায়ন/বিচারের বিবৃতি। লক্ষ্য থেকে এর উৎপত্তি। লক্ষ্য যেখানে শিক্ষার সাধারণ দিক নির্দেশনা দেয় সাধারণ উদ্দেশ্য সেখানে গন্তব্যস্থল বর্ণনা করে। গন্তব্যস্থল কোনটি এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে। উদ্দেশ্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার ব্যবধানে অর্জন করা সম্ভব। অবশ্য শ্রেণি শিক্ষক লক্ষ্যের মতো সাধারণ উদ্দেশ্যও পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপ করতে পারেন না। এটি সাধারণত বিষয়ভিত্তিক হয়ে থাকে। যেমন–

- সামাজিক মানুষ হিসাবে সমাজের নানা উপাদান, বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
- স্থানভেদে মানুষের কার্যাবলি ভিন্নতর হয় সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
- দেশের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ করা।

শিখন ফল

শিখনফল শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার প্রত্যাশিত ফলাফল বর্ণনা করে। শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থীদের যা করতে পারা উচিত শিখনফল তা ব্যাখ্যা করে; আরও ব্যাখ্যা করে মূল্যায়ন করার পথ। পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা যা জানতে, করতে ও অনুভব করতে সক্ষম হবে যা পাঠের শুরুতে জানা ছিল না, করতে পারত না এবং অনুভব করতে পারত না তা যে বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় তাকে শিখনফল বলে। এর মধ্যে বিষয়বস্তুর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত, যা শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠ শেষে অর্জন করবে। শিখনফল পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য। তাই শিখনফল অর্জিত হলো কি না তা শিক্ষক সহজেই যাচাই করতে পারেন। যেমন–

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সমাজের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- সভ্যতার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- সংস্কৃতির উপাদানসমূহকে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজ ও সভ্যতার ধাপসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

সংক্ষেপে শিখনফলের বৈশিষ্ট্যসমূহকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়

শিখনফল লেখার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে তা হচ্ছে-

- সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল বিশেষ শিখনফল এমনভাবে লিখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা যে প্রান্তিক শিক্ষণ আচরণ প্রদর্শন করবে এতে তার বর্ণনা থাকবে।
- এমন ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হবে যা শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা সুনির্দিষ্ট করে।
- শিখনফল যেন সাধারণ উদ্দেশ্যের প্রাসঙ্গিক হয়।
- প্রতিটি শিখনফল শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার ভিত্তিতে হবে।
- একটি শিখনফল শুধু এক ধরনের আচরণ নিয়ে গঠিত হবে।
- শিখনফল লেখার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ শব্দ ব্যবহার করতে হবে যা পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণ নির্দেশ করবে। যেমন–
- বিবৃত করতে পারা, বর্ণনা করতে পারা, ব্যাখ্যা করতে পারা, তালিকা করতে পারা, মূল্যায়ন করতে পারা, পার্থক্য করতে পারা, বিশ্লেষণ করতে পারা, সারমর্ম তৈরি করতে পারা, তুলনা করতে পারা, উদাহরণ দিতে পারা, সংজ্ঞা দিতে পারা, সমাধান করতে পারা, সৃষ্টি করতে পারা, প্রদর্শন করতে পারা, প্রয়োগ করতে পারা, মূল্য যাচাই করতে পারা, একত্রিত করতে পারা ইত্যাদি।
- পরোক্ষ শব্দ পরিহার করতে হবে।

শিখন ফল সংক্রান্ত ব্লুমের শ্রেণিবিভাগ

ঊনিশশত পঞ্চাশের দশকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেঞ্জামিন এস. ব্লুমের নেতৃত্বে একদল গবেষক শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট গবেষণা চালান। গবেষণা শেষে তারা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। যা নিম্নরূপ:

ক. **জ্ঞানগত ক্ষেত্র:** জ্ঞানের স্মরণ বা চেনা বা শনাক্তকরণ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য ও দক্ষতার বিকাশ জ্ঞানগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞানগত ক্ষেত্র প্রধানত ছয় রকমের:

১. **জ্ঞান:** পূর্বে শেখা কোনো বিষয়, তথ্য বা অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করার মানসিক ক্ষমতাকে বোঝায়।

যেমন: পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের মডেল ও নমুনা শনাক্ত করতে পারবে।
শিলার সংজ্ঞা বলতে পারবে।
জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ও সৌরজগতের বর্ণনা করতে পারবে।
আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২. **বোধগম্যতা:** অনুধাবন বা বোধগম্যতা বলতে কোনো বিষয়ের অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতাকে বোঝায়। কোনো তথ্য বা ধারণা ও নীতিকে বুঝিয়ে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, চার্ট বা গ্রাফ ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ইত্যাদিকে বোঝায়। যেমন– চিত্র দেখিয়ে আহ্নিক গতি সংঘটনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩. **প্রয়োগ:** পূর্বে শেখা কোনো ধারণা, পদ্ধতি, নীতি, তত্ত্ব বা সূত্রকে বাস্তবে নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহার করার ক্ষমতাকে প্রয়োগ বলা হয়। যেমন– দ্রাঘিমা নির্ণয়ের নীতি প্রয়োগ করে কোনো স্থানের স্থানীয় সময় নির্ণয় করতে পারবে।

৪. **বিশ্লেষণ:** একটি সম্পূর্ণ বিষয় বা সমস্যাকে বিভিন্ন অংশে বিশ্লেষণ করে অংশগুলোকে শনাক্ত করতে পারা। বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন বা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করতে পারা এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। যেমন– শিলা ও খনিজের পার্থক্য করতে পারবে।

৫. **সংশ্লেষণ:** কোনো বস্তু বা বিষয়ের পৃথক অংশগুলোকে একত্র করে বস্তুটির সমগ্র রূপদান করার ক্ষমতা হল সংশ্লেষণ। যেমন: কাগজের কল পরিদর্শন করে কাগজ কীভাবে উৎপন্ন হয়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৬. **মূল্যায়নঃ** বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কিছুর মূল্যমান বিচার করার ক্ষমতাই হলো মূল্যায়ন। যেমন– প্রদত্ত উপাত্তের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানের ওপর বায়ু তাপের প্রভাব নির্ণয় করতে পারবে।

খ. **অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রঃ** এই ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলো শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোভাব, প্রশংসা ও অভিযোজন সংক্রান্ত আচরণ প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যগুলোকে পাঁচটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করে 'সহজ থেকে জটিল' অনুক্রমে বিন্যাস করা হয়েছে–

- গ্রহণ
- সাড়া প্রদান
- মূল্যবোধ নিরূপণ
- সংগঠিতকরণ
- মূল্যবোধ দ্বারা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন।

আবেগিক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যের উদাহরণঃ

- সুস্থ দেশপ্রেম প্রদর্শন করবে।
- প্রচলিত রীতিকে সম্মান করতে পারবে।

গ) **মনোপেশীজ ক্ষেত্রঃ** শিক্ষার্থীর যেসব আচরণ পেশীজ ক্রিয়া বা কর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং যার জন্য স্নায়ু ও পেশীর সমন্বয় প্রয়োজন তাদেরকে মনোপেশীজ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মনোপেশীর ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যের উদাহরণ:

- মানচিত্রে ঐতিহাসিকভাবে প্রসিদ্ধ স্থানগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
- সরবরাহ রেখা এঁকে বিশ্লেষণ করতে পারবে।

মূল্যায়ন

১। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফল উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।
২। শিক্ষাক্রমে বর্ণিত সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করুন।
৩। বেঞ্জামিন ব্লুমের শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগের প্রধান তিনটি ক্ষেত্রের সমন্বয়ে মাধ্যমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের যে-কোনো একটি পাঠের ওপর পাঁচটি শিখনফল লিখুন।
৪। সামাজিক বিজ্ঞান বিষয় থেকে বেঞ্জামিন ব্লুমের শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগের জ্ঞানগত ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি উপস্তরের একটি করে উদাহরণ দিন।

সম্ভাব্য উত্তর

- আসুন নিজে করি ও মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে তা সমৃদ্ধশালী করি।

ইউনিট- ২ **অধিবেশন- ৮**

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় কাঠামো: পাঠ পরিসর

ভূমিকা

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এতে রয়েছে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) এবং মাধ্যমিক স্তর (নবম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত)। সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলোকে বিষয় কাঠামো বলা যেতে পারে। অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের গুরুত্বের দিক থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকগুলোর মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান অধিবেশনে এসকল তারতম্যের বিশ্লেষণধর্মী চিত্র তুলে ধরার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া পাঠ পরিসর, এর সংজ্ঞা, শিক্ষার মানোন্নয়নে পাঠ পরিসরের ভূমিকা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় কাঠামো ও পাঠ পরিসরের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারবেন।
- পাঠ পরিসরের বিভাজন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞানের শ্রেণিভিত্তিক পাঠ পরিসরের দুর্বলতাসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।
- পাঠ পরিসরের সঙ্গে শিক্ষার মানোন্নয়নের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।

পর্বসমূহ:

পর্ব- ক: সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় কাঠামো ও পাঠ পরিসরের সংজ্ঞা নিরূপণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, সামাজিক বিজ্ঞানে সাধারণত অনেকগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান নামক পাঠ্যপুস্তকটিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, জনসংখ্যা ও বাংলাদেশের দুর্যোগসমূহ। সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আবার মাধ্যমিক সামাজিক বিজ্ঞান নামক নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ৬ষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের মতো সবগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলেও এখানে সর্বশেষ অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ'। সুতরাং সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় কাঠামো বলতে সামাজিক বিজ্ঞানের যে যে বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদের অবস্থান ও সমষ্টিকে বোঝায়।

অন্যদিকে পাঠ পরিসর বলতে মূলত: পাঠের বিস্তৃতিকে বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের পাঠে যে যে ক্ষেত্রের বিষয়বস্তু যৌক্তিক বিন্যাসের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে সেগুলোকে ঐ পাঠের পরিসর হিসেবে বোঝানো হয়। এতে পাঠ্যপুস্তকে পাঠ উপস্থাপনে আরোহী ও অবরোহী, মূর্ত

থেকে বিমূর্ত এবং পুনরায় বিমূর্ত থেকে মূর্ত প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বিষয় কাঠামো ও পাঠ পরিসরের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিষয় কাঠামোর বিস্তৃতি অধিক, কিন্তু পাঠ পরিসরের বিস্তৃতি কম।

পর্ব- খঃ পাঠ পরিসরের বিভাজন পদ্ধতি

শিক্ষার্থী বন্ধুগণ, ক-পর্বে উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ পরিসর বিভাজন করুন। আপনাদের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উদাহরণ দেওয়া হলো। অন্যান্য শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর নিরিখে আপনারা ছকটি সম্পন্ন করবেন।

কাজ- ১

নিচের ছক অনুযায়ী শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ পরিসর বিভাজন করা যেতে পারে।

শ্রেণি	বিষয়						
	সমাজ বিজ্ঞান	ইতিহাস	ভূগোল	পৌরনীতি	অর্থনীতি	জনসংখ্যা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
ষষ্ঠ	মানুষ ও সমাজ, মানব সমাজের বিবর্তন --------	প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপমহাদেশ -------	মহাদেশ, এশিয়া মহাদেশ --------	পৌরনীতির পরিচয় ও বিষয়বস্তু ----------	মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ---------	পৃথিবী ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা ----------	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ ----------
সপ্তম							
অষ্টম							
নবম-দশম							

পর্ব- গঃ সামাজিক বিজ্ঞানের শ্রেণিভিত্তিক পাঠ পরিসরের দুর্বলতাসমূহ শনাক্তকরণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, সামাজিক বিজ্ঞান অনেকগুলো বিষয়ের একটি সমন্বিত বিজ্ঞান। নির্দিষ্ট শ্রেণিতে এসকল বিষয় এবং বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অনুপাতে হতে পারে। সাধারণত একটি দেশের এবং শিক্ষার্থীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনোবৈজ্ঞানিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও পরিপক্বতার নিরিখে শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ পরিসর নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠ পরিসরের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে কিছু কিছু দুর্বলতা পরিলক্ষিত হতে পারে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ পরিসরে কিছু সংখ্যক দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। দুর্বলতাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের জন্য সমানভাবে বইয়ের পৃষ্ঠা বরাদ্দ করা হয় নি। ইতিহাসের জন্য ৩৪.৬২% মুদ্রিত পৃষ্ঠা বরাদ্দ হলেও অর্থনীতির জন্য মাত্র ৬.৭৩% এবং পৌরনীতির জন্যও ৬.৭৩% পৃষ্ঠা বরাদ্দ করা হয়েছে।

- সমাজবিজ্ঞানের পর ইতিহাস, তারপর পৌরনীতি, তারপর ভূগোল, এরপর বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ, অতঃপর বাংলাদেশের জনসংখ্যা এবং সর্বশেষ অর্থনীতির বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হলে শিক্ষার্থীদের বুঝতে সহজ হতো।
- জনসংখ্যাকে সর্বত্র শুধু সমস্যা হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু কিভাবে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা যায় সে সম্পর্কে ভালভাবে উল্লেখ করা হয় নি। অন্যদিকে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক তৎপরতার প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি। ফলে শিক্ষার্থীদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ হয়ে উঠতে পারে একঘেয়েমি, অজনপ্রিয়, নিরস।

কাজ- ২

শিক্ষার্থীবৃন্দ- সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখিত দুর্বলতাগুলোর যথার্থতা যাচাই করুন।

পর্ব- ঘঃ পাঠ পরিসর ও শিক্ষার মানোন্নয়নের সম্পর্ক নিরূপণ

সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, পাঠ পরিসরের ব্যাপ্তি, উপস্থাপনা, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্লেষণমুখীনতা প্রভৃতি শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পাঠের ব্যাপ্তিতে যেসব বিষয় বিদ্যমান থাকলে শিক্ষার মানোন্নয়ন হতে পারে সেগুলো হলো পাঠ পরিসরের-

- অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎমুখিনতা।
- বিশ্লেষণমুখী।
- শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণমূলক।
- জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনমুখী।
- স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক সমস্যা ও সমাধানমুখী।
- অনুসন্ধিৎসু ও মুক্তচিন্তার বিকাশমুখী।
- রাষ্ট্রীয়, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, দর্শন, আদর্শ ও দেশপ্রেমমুখী।
- সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের প্রতি সহনশীল।
- আত্ম-কর্মসংস্থান ও জীবনমুখী।
- সহজ থেকে জটিল এবং জটিল থেকে জটিলতর।
- মূর্ত থেকে বিমূর্ত এবং বিমূর্ত থেকে মূর্ত।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিচের বক্সে অনেকগুলো বিবৃতি দেওয়া আছে। এরমধ্যে যেগুলো শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে বলে আপনি মনে করেন তা চিহ্নিত করুন/বাছাই করুন/টিক চিহ্ন দিন/নিজ নিজ খাতায় লিখুন।

কাজ- ৩

- পাঠ পরিসর বৃদ্ধি।
- পাঠ পরিসর বর্তমান অবস্থায় রাখা।
- পাঠ পরিসর হ্রাস করা।
- অতীতমুখী পাঠের আধিক্য রাখা।
- বর্তমানমুখী পাঠের পরিমাণ কম রাখা।
- বর্তমান ও ভবিষ্যৎমুখী পাঠের পরিমাণ বেশি রাখা।
- বিশ্লেষণমুখী পাঠ রাখা।
- শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণমূলক পাঠের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
- শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপুণ্য, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনমুখী পাঠের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং সমাধানের পথ ও পদ্ধতি নির্দেশক পাঠ।
- শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসু, স্বাধীন চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা, বিচার ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার বিকাশমুখী।
- সহজ থেকে জটিল এবং জটিল থেকে জটিলতর পাঠ পরিসর।
- মূর্ত থেকে বিমূর্ত এবং বিমূর্ত থেকে মূর্ত।
- অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎমুখিনতায় সমন্বিত পাঠ পরিসর।

এবার নিচের বক্সটিতে আপনার নিজের মতন করে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম বলে মনে হয় তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

কাজ- ৪

১। .....

২। .....

৩। .....

৪। .....